করোনা করবে না করুণা
প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো
ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন

৫৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হলো
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা : ৫৫ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ১১ ভাদ্র – ১৭ ভাদ্র, ১৪২৮ : ২৮ আগস্ট – ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১

Kolkata : 55 year : Vol No.: 55, Issue No. 44, 28 AUGUST - 3 SEPTEMBER, 2021 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : এগিয়ে আসছে করোনার তৃতীয় ঢেউ। এই ঢেউয়ের

ধাক্কা নাকি লাগতে পারে ছোটদের উপর। এই আশঙ্কা থেকেই ১২ বছরের উর্দ্ধদের জন্য নতুন টিকার ছাড়পত্র দিল কেন্দ্র। এই টিকা তৈরি করেছে জাইডাজ ক্যাডিলা সংস্থা। নাম জাইকোভ-ডি। প্রধানমন্ত্রী একে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সাফল্য হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

রবিবার : ভারতীয় সরকারি প্রশাসন কতটা স্বচ্ছ হচ্ছে বা আদৌ হচ্ছে কিনা তারই ছবি উঠে এল লোকপালের এক তথ্যে।

এ বছরের এপ্রিল থেকে জুলাই মাত্র চার মাসে ৩০টি অভিযোগ জমা পড়েছে সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। প্রশাসনের প্রধান কর্তাব্যক্তিরা বলছেন এতো হিমশৈলের চূড়ামাত্র।

সোমবার : কোনরকমে আফগানিস্তান থেকে প্রাণ নিয়ে

ভারতে ফিরলেন ৩৯২ জন। বায়ু সেনার বিমানে ফিরেছেন ১৬৮ জন। যারা সরাসরি ফিরতে পারেন নি তারা এসেছেন ঘুরপথে। তাজিকিস্তান, দোহা ও অন্যত্র হয়ে। ধাপে ধাপে আরও বিপন্ন ভারতীয়দের ফেরাবার চেষ্টা চলছে।

মঙ্গলবার : ভারতের অন্যতম হেরিটেজ দার্জিলিং-এর টয় ট্রেনের

পরিচালনার ভার ৩০ কিংবা ৫০ বছরের চুক্তির ভিত্তিতে তুলে দেওয়া হতে পারে কর্পোরেট সংস্থার হাতে। পরিষেবার মান বাড়িয়ে আয়ের নানা দিক খুঁজে নেবে বিপণন স্বত্ব হাতে পাওয়া সংস্থা। তবে সবটাই হবে নান্দনিকতা বজায় রেখে।

বুধবার : এবছর করোনার কোপে পরীক্ষাই নেওয়া যায়নি। পরীক্ষা না দিয়ে পাশ করেছে পরীক্ষার্থীরা। মেধার প্রতি এই অবিচার আর নয়।

আগামী বছর পরীক্ষা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তবে তার জন্য কমাতে হল ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ সিলেবাস। কারণ স্কুলের পাঠ বন্ধ।

বৃহস্পতিবার : অন্য সংস্থাকে না হয় বিশ্বাস করে না মানুষ। কিন্তু

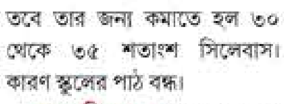

যাদের বিশ্বাস করে সেই সিবিআই, ইডির কাছে তদন্তভার গেলে তা শেষ হতে লেগে যাচ্ছে বছরের পর বছর। বহাল তবিয়তে সমাজে থেকে যাচ্ছে অপরাধ ও অপরাধী। এবার তদন্তে দেরি কেন তা দুই সংস্থার কাছে জানতে চাইল শীর্ষ আদালত।

শুক্রবার : ডাক্তারদের শূন্যস্থান পূরণ করতে এবার অভিজ্ঞ ও দক্ষ নার্সদের পদোন্নতি ঘটিয়ে সামাল দেওয়া হবে প্রাথমিক চিকিৎসা। এই পদের নতুন নাম

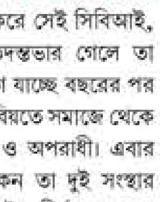

হবে প্র্যাকটিশনার সিস্টার। আসলে বহু চিকিৎসকহীন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এই দিদিরাই ভরসা। তাদের খুশি করতেই এই ব্যবস্থা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

প্রতিদিন চলছে মানবাধিকার হত্যা
বিদ্বজনেরা নিশ্চুপ কেন?

ওঁকার মিত্র : বাংলা নাটকের একটি গান খুব জনপ্রিয় হয়েছিল সেই সময়, নাট্যপ্রেমীদের মুখে মুখে ফিরত। গানটি ছিল- 'কেউ শব্দ করোনা, ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন, গোলোযোগ সইতে পারেন না, কেউ শব্দ কোরো না।' ভারতীয় বিশেষ করে বঙ্গ সমাজে যারা নিজেদের সমাজ নিয়ন্ত্রক বলে দাবি করেন সেই মানবাধিকার কর্মী ও বিদ্বজনদের জন্য বর্তমান আফগানী গোলোযোগের মাঝে এই গানটি খুবই উপযোগী। অতীতে নানা সময়ে ভারত তথা বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করেছে নানা আন্তর্জাতিক টানাপোড়েন। কখনও কিউবা, কখনও ভিয়েতনাম, কখনও চিন বা রাশিয়া ঢেউ তুলেছে পথে প্রান্তরে। কখনও স্লোগান, কখনও মোমবাতি হাতে মৌনতা বিদ্বজনদের হাতিয়ার হয়েছে বারবার। কিন্তু প্রায় দুসপ্তাহ ধরে প্রতিদিন যখন আফগানিস্তানের মাটিতে মানবতার হত্যা হচ্ছে তখন সমাজের এইসব ভগবানরা নিদ্রা গিয়েছেন। কোনও গোলযোগই তাদের কানে ঢুকছে না; শিউরে ওঠা তো দূরের কথা। পঞ্চশিরে যখন অকুতোভয় আফগান নারী পুরুষরা মাসুদের নেতৃত্বে জীবন বাজি রেখে তালিবান জল্লাদদের বিরুদ্ধে লড়ছেন তাদের মানসিক শক্তি যোগাতে কেউ টুঁ শব্দটি করছেন না। অনেক সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন নিদ্রা নয়, বালিতে মুখ গুঁজে এরা অপেক্ষা করছেন গোলোযোগ থামলেই টিভি চ্যানেলে বসে নিজেদের জ্ঞান জাহির করার জন্য। এরা এখন ভুলে গিয়েছেন ধর্মে-ধর্মে, জাত-পাতে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, দলে-দলে সব মারামারি-কাটাকাটি আসলে মানবতারই হত্যা। পৃথিবীর যেখানেই সেটা হোক না কেন তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা জরুরি।অবশ্য ভারতের বিদ্বজনরা এ ব্যাপারে অতীব 'চুজি'। তাদের কাছে সবটাই হয়তো মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়।

এরপর তিনের পাতায়

সম্প্রীতি উড়াল পুলে এত দুর্ঘটনার কারণ কী?

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা থানা এলাকার সম্প্রীতি উড়াল পুলে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। গত ২৩ আগস্ট ভোরবেলা ডাকঘরের কাছে একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সম্প্রীতি উড়াল পুল থেকে নিচে পড়ে যায়। লরিটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। চালক আহত হলেও কোনও প্রাণহানি হয়নি। কিন্তু যদি সকাল ৬টার পর এই ঘটনা ঘটত তাহলে প্রচুর প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল। কারণ সে সময় বজবজ ট্রাঙ্ক রোডে দোকান পাট খুলে যেত এবং নিত্যযাত্রীদের আনাগোনা থাকত। সূত্রের খবর লরিটি পূজালির এফসিআই গোডাউন থেকে তারাতলার দিকে যাচ্ছিল। এই ঘটনায় এলাকার মানুষজন রীতি মতো আতঙ্কিত। প্রসঙ্গত সম্প্রীতি উড়াল পুল সূচনা পর্ব থেকেই একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। অনেক মানুষের প্রাণও গেছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। বছর তিনেক আগে সবচেয়ে মারাত্মক এক দুর্ঘটনা ঘটেছিল।

একটি শবদেহ পোস্টমর্টেম করে যখন বাড়ির লোকজন একটি ম্যাটাডোরে ফিরছিল, সেই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাটা মোড়ের কাছে পুল থেকে নিচে পড়ে যায়। সেই ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছিল। এছাড়া বাইক ও চার চাকার গাড়ি মাঝে মধ্যেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিচে পড়ে যায়। অনেকেই তাই এই সম্প্রীতি উড়ালপুলকে অভিশপ্ত পুল বলে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এত দুর্ঘটনা ঘটছে কেন? অনেকেরই অভিযোগ এই উড়ালপুলে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে পুলিশের নজরদারির অভাব আছে। যার ফলে অনেকেই এই পুলে রাফ ড্রাইভ করে। এছাড়াও উড়ালপুলের ধারে যে ফেন্সিং আছে তা অত্যন্ত নীচু এবং নিম্নমানের। রাজ্যের পূর্ত দফতর এবং ডায়মণ্ডহারবার জেলা পুলিশ যদি এখনও যৌথভাবে তৎপর না হয়, ভবিষ্যতেও এই সম্প্রীতি উড়ালপুলে আরও দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকবে।

নোনা ভাব কাটাতে গবেষণা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের ৪ টি ব্লকে মাটির নোনাভাব দ্রুত কাটাতে শুরু হলো গবেষণা। বছরের পর বছর ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতির মুখে পড়ে সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এলাকাগুলি। নোনা জল ঢুকে চাষের জমি লবনাক্ত হয়ে যাওয়ায় সমস্যা আরও বেড়ে যায়। সেই মাটিকে আবার চাষযোগ্য করে তুলতে লেগে যায় অনেকটা সময়। তাই দ্রুত কীভাবে এই সব জমিকে চাষযোগ্য করে তোলা যায়, তা নিয়ে সুন্দরবনের কিছু ব্লকে গবেষণা শুরু করেছে জয়নগরের নিমপিঠ শ্রী রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। আর এই কাজে ছাড়পত্র দিয়েছে জেলা প্রশাসন।সুন্দরবনের গোসাবা, সাগর, কুলতলি ও মথুরাপুর ২নং ব্লকের বেশ কিছু চাষ যোগ্য জমি চিহ্নিত করে গবেষণা চালানোর কাজ শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গত এক দশকে আয়লা, ফণি, বুলবুল, আমফান, ইয়াসের মতন ঘূর্ণিঝড় বয়ে

গিয়েছে সুন্দরবনের উপকূল এলাকা দিয়ে। ফলে ঝড়ের তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে গতবছরের আমফান ও কয়েকমাস আগের ইয়াসের তাণ্ডবে ও ভরা কোটালের জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়ে গেছে বিঘার পর বিঘা জমি। জল নামতে দেরি হওয়ায় মাটিতে নুনের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে সেইসব জমিতে আপাতত চাষ শুরু করা যায়নি। বৃষ্টিতে নোনাভাব ধুয়ে গেলে ফের ওই জমিতে চাষাবাদ করা যাবে বলে মনে করছেন কৃষিবিদরা। তবে এই প্রক্রিয়ায় অনেকটা সময় লেগে যাবে। তাই নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র গবেষণার মাধ্যমে দ্রুত নোনাভাব কাটানোর বিকল্প উপায় বের করতে নেমে পড়েছে। এই গবেষণার জন্য ওই বিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনকে চিঠি ও দেওয়া হয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে জেলার কৃষিবিভাগ ও প্রশাসনিক কর্তারা ওই প্রস্তাবে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছেন। এই কাজের জন্য বিজ্ঞান কেন্দ্রকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলে জানা গেল। তবে ওই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র জানিয়েছে, এই গবেষণার ফল পেতে দু' থেকে তিন বছর সময় লাগতে পারে। কিন্তু জেলা প্রশাসন থেকে এই গবেষণা দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বলা হয়েছে, যে পদ্ধতিতে বা যে প্রযুক্তির মাধ্যমে এই গবেষণা করা হোক না কেন, তা যাতে কৃষকদের সামনে তুলে ধরা যায়, সেই বিষয়টিকেও মাথায় রাখতে হবে। আর সেই মতোই এগোচ্ছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র।

সই জাল করে ধৃত শিক্ষক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : বিধায়ক ও প্রাক্তন প্রধানের প্যাড, স্ট্যাম্প ও সই জাল করে তপশিলি সার্টিফিকেট ইস্যু করে গ্রেফতার এক স্কুল শিক্ষক জয়নগরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, গত ১৬ ই আগস্ট থেকে সারা রাজ্যের সাথে সাথে জয়নগর ১ নং ব্লকে ও দুয়ারে সরকারের শিবির চলছে। গত মঙ্গলবার জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উলেরদাড়ি অবৈতনিক বিদ্যালয়ে এই শিবির চলছিল। এদিন দুপুরে শিবিরে থাকা সরকারি কর্মীদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ফর্ম জমা নেবার সময় চোখে পড়ে ৬ টি ফর্মের সাথে দেওয়া তপশিলি সার্টিফিকেটে গরমিল আছে। তাঁরা তক্ষনাৎ চালতাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধান চণ্ডীচরণ সরদারকে খবর দেন। তিনি এসে ওই ৬ জন উপভোক্তাদের জিজ্ঞেস করে স্কুল শিক্ষক রাজু প্রামানিকের নাম পান। উপভোক্তারা বলেন, রাজু তাদের কাছ থেকে এই সার্টিফিকেট তুলে দেওয়ার নামে ১২০০ টাকা নিয়েছে। এর পরে বর্তমান প্রধান মঙ্গলবার রাতে জয়নগর থানায় রাজু প্রামানিকের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। আর তার ভিওিতে জয়নগর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে মঙ্গলবার রাতেই অভিযুক্ত রাজু প্রামানিক (৩৫) কে গ্রেফতার করেন। তাঁর বাড়ি

জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যানার্জীর চক এলাকায়। সে কুলতলির মেরীগঞ্জ অবৈতনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।সে বারুইপুর পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক বিভাস সরদার ও চালতাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান পূর্নিমা নস্করের নামের অফিস প্যাড ও সই, স্ট্যাম্প জাল করে তপশিলি সার্টিফিকেট ইস্যু করেছে টাকার বিনিময়ে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, বিধায়ক ও প্রাক্তন প্রধানের প্যাডকে সে কালার জেরক্স করে এই কাজ করেছে। সে এই ভাবে আরও কতজনকে এই সার্টিফিকেট ইস্যু করেছে তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ধৃতকে বুধবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন । এ ব্যাপারে বিধায়ক বিভাস সরদার বলেন, আমার ও প্রাক্তন প্রধানের প্যাড, সই, স্ট্যাম্প জাল করে এক শিক্ষক এই কাজ করেছে বলে জানলাম। প্রশাসনকে বলেছি ধৃত রাজুর বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

করোনার গ্রাফ ভাবাচ্ছে প্রশাসনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনার তৃতীয় ঢেউ আসার আশঙ্কায় প্রশাসন ও জনগণ যথেষ্ট উদ্বেগে আছে। দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রকোপ বেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও এখনও রাজ্যে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যাটা প্রায় ৭০০, কিন্তু এরই মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বেশ কয়েকটি ব্লকে করোনার প্রকোপ উর্দ্ধমুখী হওয়ায় জেলা প্রশাসন যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে গোসাবা এবং বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকে করোনার সংক্রমণ উর্দ্ধমুখী। গত ২১ আগস্ট সংক্রমণের যে গ্রাফ ধরা পড়েছে তাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শীর্ষে আছে। বিষ্ণুপুর-২ নম্বর

ব্লকের গোবিন্দপুর গ্রামে একদিনে ১৯ জন এবং গোসাবায় ৪৫ জন করোনায় আক্রান্ত হন। জেলায় মোট ৫৬টি মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোন করা হয়েছে। এর মধ্যে বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লক, গোসাবা, মহেশতলা, ভাঙড়, কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স, নরেন্দ্রপুর, সোনারপুর, ক্যানিং, কাকদ্বীপ ও সাগরের কিছু এলাকাও আছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যেই আবার নতুন করে বিভিন্ন এলাকায় প্রচার ও মাস্ক বিতরণে জোর দিয়েছে। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের লোক সংস্কৃতির শিল্পীরা বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ ও মৌসুনী দ্বীপে যমরাজ ও চিত্রগুপ্ত সাজিয়ে করোনা সচেতনতার প্রচার করেছে। গোসাবা ব্লকে ২৪-২৬ আগস্ট বাজার বন্ধ রাখা হয়। গোসাবার ব্লক প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে করোনা রুখতে। গঙ্গাসাগরে সাগরমেলার আগেই ১০০ শতাংশ টিকা প্রদান করতে জেলা প্রশাসন বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। জেলা শাসক ড. পি উলগানাথন বলেন, জেলার পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে নজরদারি চলছে। জেটিঘাটগুলোতেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

'রাবড়ি গ্রাম' নিয়ে বাড়ছে ভোজনরসিক পর্যটকদের আগ্রহ

দেবাশিস রায় : জনাই আর আঁইয়া। হুগলি জেলার দু'টি বিখ্যাত স্থান। একদিকে জনাইয়ের মনোহরা। অন্যদিকে আঁইয়ার রাবড়ি। জিভে জল আনা এই দুই মিষ্টান্নের সুবাদে জনাই এবং আঁইয়া এলাকার নাম বঙ্গের ভোজনরসিকদের কাছে অজানা নয়। তবে, রাবড়ির বিপুল জনপ্রিয়তার নিরিখে আঁইয়া এখন লোকমুখে রাবড়ি গ্রাম নামে সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেছে। এই রাবড়ি গ্রামকে কেন্দ্র করে বঙ্গের ভোজনরসিক পর্যটকদের আগ্রহ ক্রমবর্ধমান। যা কিনা, করোনাকালেও কার্যত ভাটা পড়েনি। ফলে, এখানকার রাবড়ি প্রস্তুতকারকদের খুব একটা দুঃশ্চিন্তায় পড়তে হয়নি।

কলকাতার খুব কাছেই আঁইয়া গ্রাম। হুগলি জেলার চণ্ডীতলা থানা এলাকার এই গ্রামে ঘরে ঘরে তৈরি হচ্ছে জিভে জল আনা রাবড়ি। এখানকার স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় রাবড়ি কলকাতা, হাওড়া, হুগলি হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে বঙ্গের হাজার হাজার ভোজনরসিকদের কাছে। আঁইয়া গ্রামের কম-বেশি পঁয়ত্রিশটি পরিবার দীর্ঘ তিন দশক ধরে রাবড়ি শিল্পের সঙ্গে বংশ পরম্পরায় জড়িয়ে রয়েছে। এখান থেকে প্রতিদিন ৮-৯ কুইন্টাল রাবড়ি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা হয়। এখানকার অত্যন্ত সুস্বাদু এই মিষ্টান্নের জনপ্রিয়তার নিরিখে আঁইয়ার নাম এখন রাবড়ি গ্রাম নামে বঙ্গজুড়ে পরিচিতি লাভ করেছে। ফলে গ্রামে নিত্যদিন উৎসাহীদের আনাগোনা লেগেই রয়েছে। দূর-দূরান্তের ভোজনরসিক পর্যটকরা আঁইয়া গ্রামে এসে ঘরে ঘরে রাবড়ি তৈরির অবর্ণনীয় পদ্ধতি চাক্ষুষ করছেন। একইসাথে তাঁরা টাটকা রাবড়ির অসাধারণ স্বাদ চেখে দেখার পাশাপাশি কেনাকাটার আনন্দে মেতে ওঠেন।

একসময় আঁইয়া গ্রামের নাম আশপাশ এলাকার লোকজন ছাড়া কার্যত অন্যরা কেউ জানত না। প্রত্যন্ত সেই গ্রামেরই এক অখ্যাত ও অতি সাধারণ বাসিন্দা পান্নালাল বালতীর দেখানো পথ ধরে ধীরে ধীরে আঁইয়ার

নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গ্রামের বাসিন্দা পান্নালাল বালতী কলকাতায় একটি দোকানে মিষ্টান্ন তৈরির কারিগর ছিলেন। একবার তিনি ছুটিতে গ্রামের বাড়ি এসে রাবড়ি তৈরি করে এলাকাবাসীদের খাওয়ান। বাসিন্দারা এই নতুন ধরনের মিষ্টান্নের স্বাদে মজে গেলে পান্নালাল বালতী উৎসাহীদের নিজের হাতে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।

গোরুর খাঁটি দুধ লোহার কড়াইতে চাপিয়ে তারপর কাঠ কিংবা কয়লার আগুনে জ্বাল দিতে হয়। একসময় কড়াইয়ের ওপর থেকে হাতপাখা নেড়ে হাওয়া করলে গরম দুধে সর পড়তে থাকে। সেই সর বিশেষ একপ্রকার কাঠির সাহায্যে টেনে এনে কড়াইয়ের ওপরের অংশের চারিপাশে লাগিয়ে রাখতে হয়। এভাবে দুধের পরিমাণ চার ভাগের এক ভাগ হলে তাতে পরিমাণ মতো চিনি (প্রায় ৪০০ গ্রাম) ভালোভাবে মিশিয়ে কড়াই নামিয়ে ঠান্ডা করা হয়। পরে কড়াইয়ের গায়ে লেগে থাকা সরের পাতলা স্তর বিশেষভাবে ছুড়ি দিয়ে ছোট আকারে কেটে নিয়ে ওই অবশিষ্ট দুধে মেশালেই সুস্বাদু রাবড়ি তৈরি।

পান্নালাল বালতীর দেখানো পথে হেঁটে পরবর্তীতে একে একে কার্যত গ্রামের সকলেই রাবড়ি তৈরির কাজে মনোনিবেশ করেন। তারপর একটু একটু করে এখানকার তৈরি রাবড়ির চাহিদা বাড়তে থাকে আশপাশ এলাকার মিষ্টির দোকানগুলিতে। এভাবেই একসময় আঁইয়া এলাকাটি ইতিহাস তৈরি করে রাবড়ি গ্রামে পরিণত হল। অখ্যাত প্রত্যন্ত একটা এলাকা রাবড়ির সুবাদে বঙ্গজুড়ে প্রসিদ্ধি লাভ করায় স্থানীয় বাসিন্দারাও নিজের গ্রামের সম্বন্ধে অত্যন্ত গর্ববোধ করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা পান্নালাল বালতীর নাতি প্রশান্ত বালতী সপরিবারে দীর্ঘদিন ধরে রাবড়ি তৈরির সঙ্গে যুক্ত। মাঝবয়সী প্রশান্তবাবু মঙ্গলবার দুপুরে বাড়িতে রাবড়ি তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সেই কাজের ফাঁকে ফাঁকেই আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে জানালেন তাঁর গ্রামের নানান কথা। তিনি বলেন, আমার সম্পর্কিত দাদু পান্নালাল বালতী কলকাতায় মিষ্টির দোকানের কারিগর ছিলেন। তিনিই একসময় গ্রামের বাড়িতে এসে নতুন ধরনের মিষ্টি রাবড়ি তৈরি করে সকলকে দেখিয়েছিলেন। তারপর থেকে একে একে গ্রামের অনেকেই রাবড়ি তৈরির পদ্ধতি শিখে নিয়ে কারবার করছেন। বর্তমানে প্রায় পঁয়ত্রিশটা পরিবার এই কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, গতবছর করোনা পরিস্থিতিতে প্রথম প্রথম মাস তিনেক কাজ কারবার নিয়ে আমাদের একটু সমস্যা হয়েছিল। তারপর আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়। তবে, সবকিছু জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় সকলেরই বর্তমানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে খানিকটা সমস্যা তো হচ্ছেই। আরও এক রাবড়ি প্রস্তুতকারক ছোট্টু কামু দীর্ঘদিন ধরে এই পেশায় যুক্ত রয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা একড়াইয়ে সাধারণত গরুর দুধ ৬ কেজি পরিমাণ মতো চাপিয়ে দেড় ঘন্টা ধরে জ্বাল দিয়ে প্রায় দেড় কেজি রাবড়ি তৈরি করতে পারি। প্রতি কেজি রাবড়ি আমরা ৩০০ টাকা দরে বিক্রি করি। এলাকাবাসীর অনেকেই জানিয়েছেন রাবড়ি তৈরির কাজ নিজের চোখে দেখার জন্য সারা বছর বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু মানুষ গ্রামে আসেন। করোনাকালেও এই আনাগোনার কোনও বিরাম না থাকায় রাবড়ি গ্রাম আঁইয়া কার্যত পর্যটন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৫ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ২৮ আগস্ট – ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১

যুদ্ধের পদধ্বনি

মানব সভ্যতা গত শতকে দু দুটো রক্তক্ষয়ী বিশ্ব যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে রাষ্ট্র সংঘ তবুও সারা বিশ্বে যুদ্ধের দামামা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়নি। ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ভারত পাক যুদ্ধ কিংবা ভারত চিন যুদ্ধ এই উপমহাদেশের মানুষের স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল। ইরাক ইরান যুদ্ধ কিংবা ফকল্যান্ডের ভয়ংকর যুদ্ধ রাষ্ট্র সংঘ প্রতিষ্ঠার হবার পরেই হয়েছিল। নানা প্রান্তে সাম্রাজ্যবাদী হুংকার আর অস্ত্র কেনা বেচার বিপুল বাজার মানব সভ্যতাকে জিজ্ঞাসার মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বারংবার। যুদ্ধবাজরা মানবতার তোয়াক্কা কোনও দিনই করেনি। আগ্রাসনের এই পটভূমিতে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার মানবকুল ও পৌরুষের প্রতি অমঙ্গল আশঙ্কার ছায়া প্রলম্বিত করেছে। নিছক শক্তি প্রদর্শন শুধু নয় অর্থনৈতিক দাম্ভিকতার আস্ফালনের মনস্তত্ত্ব মানব সভ্যতাকে বারবার যুদ্ধের সম্মুখীন করেছে।

রুশ মার্কিন সম্পর্কের সেই ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পর এখন শক্তির ভরকেন্দ্র দখলের লড়াই অব্যাহত। এক চেটিয়া মার্কিন দাদাগিরির যে আখ্যান ভিয়েৎনাম যুদ্ধের পর প্রশ্নের সম্মুখে এসেছিল তা আজ সাম্প্রতিককালের আফগান পটভূমিতে প্রকট হয়ে উঠেছে। নতুন চিনের অভ্যুত্থান নতুন সাম্রাজ্যবাদের থাবা বলে অনেক বিশেষজ্ঞই মত প্রকাশ করেছেন। এশিয়া মহাদেশের সীমান্ত সমস্যার ব্যাপারে অভিযোগের আঙুল চিনের দিকেই বারংবার উঠেছে।

ব্রিটিশের দেশ ভাগের সেই অভিশাপ ভারতীয় উপমহাদেশে আজও এক গভীর ক্ষত হয়ে রয়ে গেছে। কাশ্মীর পাকিস্তান সমস্যার পাশাপাশি হিমালয়ের ওপারের কমিউনিস্ট শাসিত চিনের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন বহু দেশের সঙ্গেই ভারতেরও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে।

সম্প্রতি আফগানিস্তানে যে পালা বদলের পালা চলছে সেখানেও মার্কিন শক্তির ওপর দোষারোপ চললেও আফগান সরকারের গোয়েন্দা ব্যর্থতাকে ছোট করা যাবে না। ভারত প্রায় কুড়ি বছর ধরে আফগান পুনর্গঠনে সার্বিক সাহায্য করে এসেছে। মৌলবাদী তালিবানদের মানুষ হত্যা করার আগ্রাসী রাজনীতি সারা বিশ্ব কুড়ি বছর আগে দেখেছিল। ধর্মের দোহাই দিয়ে সাধারণের এবং অন্য ধর্মের মানুষ জনদের ওপর নির্মমতা আর যাই হোক বিশ্বের কোনও সভ্য সমাজ অনুমোদন দিতে পারে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রতিবেশি পাকিস্তান ও চিন তালিবানি শাসককে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে এগিয়ে এসেছে। জঙ্গি উগ্রপন্থা কোনদিনই বিশ্বে শান্তির অনুকূলে ছিল না। সেই একই ভুলের পথে এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের তাবড় তাবড় তথাকথিত উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি।

রাষ্ট্রপুঞ্জে যে কারণে ভেঙে রাষ্ট্র সংঘ গড়তে হয়েছিল আজ সেই ইতিহাসের পুনঃরাবৃত্তি হবার আশঙ্কা প্রবল। বিগত বিশ্বযুদ্ধগুলির তুলনায় শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির হাতে এখন অনেক উন্নত প্রযুক্তির সমরাস্ত্র মজুত রয়েছে। মহামারীর দাপটেও আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে মানব সভ্যতার সামনে নতুন আশঙ্কার মেঘ দেখা দিয়েছে। শুধু রাসায়নিক কিংবা পারমানবিক অস্ত্র নয়। জীবন ও যুদ্ধেরও প্রবল আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সারা বিশ্ব এখনও করোনার ভয়ে কাঁপছে লক্ষ লক্ষ মানুষি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন গত দেড় দুই বছরে। পাক চিন ভারত কানাডা ব্রিটেন ও মার্কিন শক্তি গুলির অবস্থান আফগানিস্তানে তালিবান শাসনকে কেন্দ্র করে আর কিছুদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। তালিবান শাসনে মানবতার যে অপমান প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে সে ব্যাপারে রাষ্ট্র নায়কদের অবিলম্বে সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন নইলে আগামীতেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভবনা প্রবল হয়ে উঠবে।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র তেরো

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে।।১৩।।

অনুবাদ

বলা হয় যে, সর্বকারণের পরম কারণের উপাসনা দ্বারা এক ফল লাভ হয় এবং যিনি পরমেশ্বর নন, তার উপাসনা দ্বারা ভিন্ন ফল লাভ হয়। যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে এই বিষয়ে শুনা যায়।

তাৎপর্য

প্রকার উপসনা কখনই সম্ভব নয়, কারণ জনগণ সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত নয়। তাদের প্রচেষ্টা অনেকটা গাছের শিকড়ে জল না দিয়ে পাতায় জল ঢালার মতন। গাছের শিকড়ে জল সিঞ্চন করাই স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্তু বর্তমান কালের অশান্ত, অধীর নেতারা পাতায় জল সিঞ্চন করতেই আসক্ত। তাই গাছের পাতায় অনবরত জল সিঞ্চন করা সত্ত্বেও, পুষ্টির অভাবে গাছের সমগ্র অংশ শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীঈশোপনিষদ আমাদিগকে উপদেশ দিচ্ছে যে সকল অঙ্কুরের উৎস শিকড়েই জল সিঞ্চন করতে হবে। জড় দেহের সেবার মাধ্যমে মানবজাতির উপাসনা কখনই ত্রুটিহীন হবে না এবং তার গুরুত্ব আত্মার সেবা অপেক্ষা কম। আত্মাই হচ্ছে গাছের শিকড় যা কর্মফল অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের দেহ উৎপন্ন করে। চিকিৎসা, সামাজিক সুব্যবস্থা ও শিক্ষার সুযোগ–সুবিধা দানের মাধ্যমে জনসেবা এবং পাশাপাশি কসাইখানায় হতভাগ্য পশুদের গলা কাটা প্রকৃতপক্ষে জীবদের প্রতি যুক্তিসঙ্গত সেবা নয়।

জীবেরা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধির ক্লেশের মাধ্যমে প্রাকৃত বিভিন্ন ধরনের দেহে অবিরাম দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে। ভগবানের সঙ্গে জীবের হারানো সম্পর্ক কেবলমাত্র পুনঃস্থাপনের দ্বারা মনুষ্যজীবনে এই ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ দান করা হয়েছে। সম্ভূত অর্থাৎ

বিশেষ বার্তা

২০২২ সালে আবারও আটলান্টিকে ভাসতে চলেছে 'টাইটানিক 2'। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে এই জাহাজ। আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রথম টাইটানিকের মতোই একই পথে যাত্রা শুরু করবে ইংল্যান্ডের সাউদাম্পটন থেকে নিউইয়র্ক শহর পর্যন্ত।

জাপানি নজির ভারতের অর্থবাজারে

পার্থসারথি গুহ : বাড়তে বাড়তে ভারতের শেয়ার বাজার এক দীর্ঘকালীন বুল ফর্ম্যাট তৈরি করেছে। মোটের ওপর ধরলে সেই যে ২০২০–র করোনা শুরুর পরের ঝাঁকুনিতে প্রায় ৩০–৪০ শতাংশ কারেকশন। তারপর থেকে গত প্রায় দেড় বছর বাজার টানা উত্থান মুড বজায় রেখেছে। এই আপমুভ নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় অর্থবাজারের ইতিহাসে এক নজির। অনেকে অবশ্য বলছেন, এতদিন এভাবে বাড়া আগামীতে এক বড় পতনের ইঙ্গিত। যদিও সেকথা উড়িয়ে বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছেন এই নজিরই পরবর্তী রাজা–উজির হতে চলেছে। তাঁরা আবার হাতের সামনে নিয়ে আসছেন জাপানের উদাহরণ। উল্লেখ্য, জাপানের শেয়ার বাজার যে লং টার্ম উত্থান দেখিয়েছে তা পৃথিবীর যে কোনও দেশের কাছেই দৃষ্টান্ত। কে বলতে পারে ভারতের বাজার সেদিকেই এগোচ্ছে না। সেদিক থেকে দুনিয়ার দশটা দেশের নজরও থাকবে এদেশের দিকে।

এই মুহূর্তে ভারতের শেয়ার বাজারের এই আপমুভ বেশ কতগুলি সেক্টরকে ঘিরে চলছে। ভারতের অর্থসূচক যেন সৌরমণ্ডলের সূর্য। আর তাকে ঘিরে আবর্তমান গ্রহরূপী একেকটি সেক্টর। এরমধ্যে ব্যাঙ্কিং সেক্টর, ইনফরমেশন টেকনোলজি , ওষুধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত, এদের হাত ধরেই ভারতের শেয়ার বাজারে সূচকের টানা বাড়বাড়ন্ত চলছে। এফএমসিজি, মেটাল, অয়েল ও পেট্রোলিয়ম সেক্টরও যোগ্য সঙ্গত করে চলেছে।

যথারীতি বাজার বাড়লে যা হয় সেই ইতিউতি কাণ্ডও আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। তা হল লার্জ ক্যাপের পাশাপাশি মিড ক্যাপ ও স্মল ক্যাপের দামে জান আসা। যদিও এর আগে বহুবার এমন ক্ষেত্র দেখলে বাজারে পতনের আভাস মিলত। এখন যেন করোনাত্তর যুগে সবকিছুই আলাদা ছকে বইছে। ফলে বাজার যে সকলকে চমকে দিয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করবে না তা বলা মুশকিল।

শেয়ার বাজারেও এমন ঘটনা যে ঘটে না তা নয়। কোনও শেয়ারের দাম বাড়তে বাড়তে হয়তো মহীরূহ ছুঁয়ে ফেলল। তারপরেই তাকে গ্রাস করল এক ভয়াবহ পতন। যার হাত ধরে নতুন করে নিচের দিকে তলিয়ে যেতে থাকল শেয়ারটি। এ খেলা বহুদিন ধরেই চলে আসছে অর্থবাজারে। ভারত বলে নয়, তামাম দুনিয়ার শেয়ার বাজারেই এমন নাটকের শুরু ও যবনিকাপাত

ঘটে চলেছে অহরহ। তবে তার মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা বাজারের এই তুর্কীনাচনের সঙ্গে তাল রাখার ধান্দায় না গিয়ে বেছে নেন এসআইপি বা সিস্টেমিক ইনভেস্টমেন্টের পদ্ধতি।

অর্থাৎ নিয়ম মেনে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা শেয়ার বাজারের জন্য। মাসের একটা সুনির্দিষ্ট সময় যা ব্যাঙ্কের খাতা হয়ে বয়ে যায় বাজারের দিকে। ইতিহাস বলছে, এমনভাবে যাঁরা ট্রেড করে থাকেন শেষপর্যন্ত তাঁরাই তাঁদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারেন শেয়ার বাজারে। নচেৎ লবডঙ্কা মিলতে সময় নেয় না। এমনকি তুমুল আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যেও পড়তে হয় এলোমেলো শেয়ার ট্রেডিংয়ে। সেজন্যই বাজার বুল থাকুক আর বেয়ার, এসআইপি ধরে রাখাটাই শ্রেয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

প্রশ্ন উঠেছিল, এই কারেকশন কেমন পর্যায়ের হবে? অর্থাৎ তাতে কি নড়ে উঠবে স্টক মার্কেটের শক্তিশালী ভিত্তি। এ ক্ষেত্রে ক্রুড অয়েলের দামে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এই বাজার থেকে টাকা তুলে নিয়ে যাবে বলেই মনে করছেন কোটাক সাহেব । তেলের পাশাপাশি সোনার দামে ফের উত্তরণ আরও একটা বড় চিন্তার কারণ হতে চলেছে। যার নিট কথা হল, ইক্যুটি বা শেয়ার বাজারের বাজারের টাকা বোধহয় এবার স্থানান্তরিত হয়ে কমোডিটি অঞ্চলে ঢুকতে চলেছে। এরসঙ্গে আরও একটা বিষয় যথেষ্ট উদ্বেগ জাগাচ্ছে। তা হল, শুধুমাত্র হাতেগোণা কিছু শেয়ারের মধ্যেই এখন লিকুইডিটি ঘুরপাক খাচ্ছে। যা মোটেই খুব একটা সন্তোষজনক নয়। কিন্তু যে কতদিন চলবে সে ব্যাপারে কেউ খুব একটা আলোকপাত করেননি।

ছবি বিশ্বাস স্মরণ

শ্রেয়সী ঘোষ : অসমের করিমগঞ্জের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মঞ্চ 'উত্তরসূরি'র 'বাংলা চলচিত্রের স্বর্ণযুগ' শীর্ষক মাসিক অনুষ্ঠানের ষষ্ঠ পর্বে ছবি বিশ্বাসকে স্মরণ করা হল। বাংলা ছবি ও নাটকের জগতের দুর্ধর্ষ নটকে নিয়ে একঘন্টার এই আলোচনা চক্রের অতিথি ছিলেন বাংলা ছবির বিখ্যাত অভিনেতা ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি ছবি বিশ্বাসের রায়ের জীবনের নানা দিক তুলে ধরলেন। প্রসঙ্গ সূত্রে এলো 'জলসাঘর' ছবির বিশ্বম্ভর রায়ের চরিত্রায়ণ, 'দেবী' ছবির কালীকিংকরের চরিত্রায়ণ, 'কাবুলিওয়ালা' ছবির রহমতের চরিত্রায়ণ, 'হেডমাস্টার' ছবির হেডমাস্টারের চরিত্রায়ন, 'দাদাঠাকুর' ছবির দাদাঠাকুরের চরিত্রায়ণ, 'কেরী সাহেবের মুন্সী' ছবির কেরী সাহেবের চরিত্রায়ণের কথা। এ ছাড়াও তাঁর অভিনয় সমৃদ্ধ সবার উপরে, সপ্তপদী, শশীবাবুর সংসার, পথে হল দেরি, শেষ পর্যন্ত, বিপাশা, সাহেব বিবি গোলাম, কাঞ্চনজঙ্ঘা, এক দিন রাত্রে, ত্রিযামা ছবিগুলির কথাও উঠে এসেছে অবধারিত ভাবে। বিভিন্ন পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন নাটকে তাঁর দাপটের সঙ্গে অভিনয়ের কথাও এলো। স্টার, রঙমহল, মিনার্ভা থিয়েটারের বিভিন্ন নাটকে তিনি যে অসাধারণ অভিনয়ে করে গেছেন তাও স্মরণ করা হল এই আলোচনায়। 'প্রতিকার'

এবং 'যার যেথা ঘর' ছবি দুটি পরিচালনা করতে গিয়ে তাঁর ব্যর্থতার কথাও উঠে এসেছে এই আলোচনায়। শিল্পীদের সংস্থা 'অভিনেত্রী সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর অবদানের কথাও এখানে স্বীকৃত রয়েছে। বক্তব্যের পাশাপাশি ছবি বিশ্বাস অভিনীত ছবি থেকে কয়েকটি গান পরিবেশন করলেন ড. শঙ্কর ঘোষ। কথায় ও গানে জমজমাট এই অনুষ্ঠানে অসাধারণ সঞ্চালনা করলেন করিমগঞ্জের কলেজের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। 'উত্তরসূরি' গ্রুপের এই ফেসবুক চ্যানেলের মাধ্যমে সম্প্রচারিত এই অনুষ্ঠানে বহু দর্শক তাঁদের ভালো লাগার মন্তব্য করেছিলেন। উত্তরোত্তর এই অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করার মতো।

কোলাজ সম্রাটকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার (২২ আগস্ট) রাজ্য জুড়ে রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হল। গুরুদেব রবি ঠাকুর এই দিনটিকে ঐতিহ্য রক্ষা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে যুক্ত করেছিলেন। এদিন তারই পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে থানা, হাসপাতাল, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ব্যারাক ছাড়া গোটা রাজ্যে সম্প্রীতির রাখি পরিয়ে রাজ্যবাসীর মন জয় করা কর্মসূচি নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের গানে, কবিতায় মুখর থাকে সারা বাংলা। এদিন হাওড়া মূর্চ্ছনা পরিষদের পক্ষ থেকে অভিনব ভাবে দিনটি পালন করা হয়। হাওড়া স্টেশনের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ রোডের একটি বাড়িতে রাখিবন্ধন উৎসবে সংস্থার মহিলারা মেতেছিলেন। সন্ধ্যায় কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনে কবিগুরুর কোলাজ ছবিটির আবরণ উন্মোচন করেন ব্যান্ডেলের কোলাজ সম্রাট তপন সাহা। ছবিটি তাঁরই হাতে তৈরি। ফুল দিয়ে প্রমীলা সদস্যারা প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান, হাওড়ার 'সুচেতনা' সংগঠনের সদস্য সুতপা পাহাড়ী রং ছাড়া রঙিন অসাধারণ রবিঠাকুরের দুষ্প্রাপ্য ছবিটি সংগ্রহ করেন।

সঙ্গীতশিল্পী সুতপা পাহাড়ী ছবিটি পেয়ে আনন্দিত, রাখিবন্ধন উৎসবের অন্যতম উদ্যোক্তা বলেন, কোলাজ সম্রাটের এই অনস্বীকার্য শিল্প ভাবনায় সৃষ্টি অতুলনীয়, যা সকলের কাছে পরমপ্রাপ্তি। এদিন সংগঠনের তরফে তপনবাবুকে রাজকীয়ভাবে সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে মূর্চ্ছনার শিল্পীরা সমবেতভাবে 'আকাশভরা সূর্য তারা' গানটি গান। যা সকলের প্রশংসার দাবি রাখে।

এলাকায় পাহারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার শহরে বিভিন্ন এলাকায় থাকবে পাহারা। থাকবেন প্রশাসনের থাকা ব্যক্তিরাই। দিনের পর দিন যেভাবে শহরের বিভিন্ন এলাকায় বেড়েছে অপরাধমূলক কার্যকলাপ তাতে চিন্তিত প্রশাসন। বর্তমানে শহরের কর্পোরেশনের একটি দায়িত্বে আছেন শ্রাবনী দত্ত, তিনি জানান আমারা সবাই চিন্তিত কিভাবে এই শহরকে অপরাধমূলক কার্যকলাপ থেকে বাইরে আনা যায়। বিশেষকরে রাতের বেলায় এখানে ভদ্রলোকেরা বাইরে বের হতে সমস্যার সামনে পড়তে হয়। আমরা সবাই যদি চেষ্টা করি তবে এই বড় সমস্যার সমাধান হলেও হতে পারে। আরেক মেম্বার মানিক দে জানান আমাদের মাথায় এই ঘটনা নিয়ে কিছু পরিকল্পনা আছে তাই আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি যাতে মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারি। আগামীদিনে যাতে মানুষ আরও নিরাপদে থাকতে পারেন সেই দিকেই লক্ষ্য রাখছি আমরা।

গাঁজা আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি পাচারের আগে ১৪৩ কিলো গাঁজা সহ একটি পিআপ ভ্যান আটক করল আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। তদন্তে নেমে গ্রেপ্তার করা হল ১ জনকে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় যে গতকাল বিকেলে রাজগঞ্জ ব্লকের সাহুডাঙ্গি মোড়ে গোপন সূত্রে খবর এর ভিত্তিতে অভিযান শুরু করা হয়। একটি পিকআপ ভ্যান দাঁড় করানোর সাথে সাথে পিকআপে থাকা দু'জন পালিয়ে যায়। তার পরে পিকআপ ভ্যানে তল্লাশির পর উদ্ধার হয় ১২ প্যাকেট গাঁজা। আমবাড়ি ফালাকাটা পুলিশ ফাঁড়ির ওসি সজল রায় জানান , তল্লাশি করার পর ১২ পেকেট গাঁজা উদ্ধার করা হয়। তদন্তে নেমে বিশ্বজিৎ বর্মন নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তদন্তে নেমে বিশ্বজিৎ বর্মন নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। জেরা করার পর স্বীকার করে নেয় পাচারের সঙ্গে যুক্ত তারা। ধৃতের নাম বিশ্বজিৎ বর্মন। আজ তাকে কোর্টে তোলা হয়। তদন্তের জন্য রিমান্ডে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের।

মাস জুড়ে আন্দোলনে পদ্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি: শিলিগুড়ি পুরসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে আন্দোলনের ডাক দিল বিজেপি। মুখে উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরলেও বাস্তবে কিছুই করেনি প্রশাসকেরা। স্রেফ পুরসভার বিল্ডিং সংস্কার ও নতুন গেট তৈরি ছাড়া কিছুই হয়নি। নতুন পুর প্রশাসক মণ্ডলীর আমলের শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে। আজ এই দাবি তুলেছেন বিজেপির শিলিগুড়ি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। সেই সঙ্গে অন্যায়ভাবে প্রাক্তন কাউন্সিলর বা কো–অর্ডিনেটরদের বাদ দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন। তাঁর দাবি, যাঁরা পুরসভার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, তাঁদেরকে প্রাইজ পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। অথচ প্রাক্তন ওয়ার্ড কাউন্সিলররা আজ বঞ্চিত। যা আইন বিরুদ্ধ। অন্যদিকে, ডাবগ্রাম–ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় দাবি করেছেন, সংযোজিত ১৪টি ওয়ার্ডে কোনও কাজই হচ্ছে না। উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। তাই আলাদা হওয়ার দাবি তুলেছেন। ১৪টি ওয়ার্ড সহ ডাবগ্রাম এবং ফুলবাড়ি নিয়ে পৃথক পুরসভা গঠনের দাবি তুলেছেন তিনি। তাহলেই এলাকার প্রকৃত উন্নয়ন হবে বলে দাবি তাঁর। অন্যদিকে পালটা বিজেপি বিধায়কদের আক্রমণ করেছেন পুরসভার প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য অলোক চক্রবর্তী। তাঁর দাবি, একসময়ে শিখাদেবীই এই ১৪টি ওয়ার্ডকে শিলিগুড়ি পুরসভার সঙ্গে জুড়তে গলা মিলিয়েছিলেন। আজ ভাঙতে চাইছেন কেন?

একদিকে পৃথক রাজ্য, পাহাড়কে আলাদা করতে চাইছে বিজেপি। সংযোজিত ওয়ার্ডে প্রচুর কাজ হয়েছে। যদি উন্নয়নই করতে চান তাহলে বিজেপি সাংসদ, বিধায়করা আসুন হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করুন। আর শিলিগুড়ির বিধায়ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগে তো উনিই পুরসভার ক্ষমতায় ছিলেন। ওই সময় কেন কোনও কাজ হয়নি। তার জবাব দিতে হবে আগে। সবে চার মাস হল প্রশাসক মণ্ডলীর। উন্নয়ন নিয়ে মানুষই জবাব দেবে। সমালোচনা বা বিরোধিতা করলে তা যেন গঠনমূলক হয়। বিরোধিতার জন্যে বিরোধিতা করলে হবে না। আর আন্দোলন যে কেউ করতে পারে।

উত্তরবঙ্গ পরিবহনের শ্রী বাড়াতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার সোনালী সময় ফিরিয়ে আনতে কর্মসংস্কৃতির ওপর জোর দিলেন পরিবহন সংস্থার নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়। সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার খামতিগুলিকে পূরণ করে, সংস্থার আয় বৃদ্ধি এবং একাধিক নতুন রুটে গাড়ি চালানোর ব্যাপারে আধিকারিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করলেন সংস্থার নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার নতুন চেয়ারম্যান পদে আসীন হয়েছেন কোচবিহার জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি পার্থ প্রতিম রায়। দায়িত্ব ভার গ্রহণ করার পর সোমবার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার কোচবিহার অফিসে গিয়ে সেখানকার খুঁটিনাটি বিষয় পরিদর্শন করেন নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান। প্রথমেই কর্মীরা সঠিক সময়ে কাজে আসছেন কিনা সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখেন পার্থ বাবু। এরপর সংস্থার কর্মসংস্কৃতি নিয়ে কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করে কর্মসংস্কৃতির ওপর জোর দেন নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান। সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে সমস্ত কর্মীকে দপ্তরে ঢুকতে হবে বলে নির্দেশ দেন পার্থ প্রতিম রায়। সেই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণভাবে সংস্থার তেলের খরচের হিসেব নিয়েও এদিন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচন করেন তিনি।

পরিদর্শন শেষে পার্থ প্রতিম রায় বলেন, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা শুরুর সময়ের সোনালী দিনগুলি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সবাই মিলে কাজ করতে হবে। বাম আমলে এই রাষ্ট্রায়ত্ত পরিবহন সংস্থাটির রুগ্ন দশা কাটিয়ে গত ১০ বছরে সংস্থা অনেকটাই সাবলম্বী হয়েছে বলে দাবি করেন পার্থ বাবু। তা সত্ত্বেও সংস্থার যে সব খামতি রয়েছে, সেগুলি পূরণ করে সংস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া পক্ষে জোর দেন নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান। অন্যদিকে, সংস্থার যে সমস্ত ফাঁকা জায়গা এবং বিল্ডিং রয়েছে সেগুলিকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে জোর দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সংস্থার কিছু ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি, লাভজনক এবং নতুন রুটে বাস চালানোর চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পার্থ প্রতিম রায়। ধাপে ধাপে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চারটি বিভাগ এবং ২১টি ডিপো তিনি পরিদর্শন করবেন বলে জানিয়েছেন পার্থ বাবু।

১৪০ বছরে পা দিল টয় ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: এন এফ রেলওয়ে, সিপিআর ও গুগ্নীত কর জানিয়েছেন ১৪০ বছরে পা দিয়েছে ঐতিহ্যবাহী টয় ট্রেন । তবে কোভিডের কথা মাথায় রেখে তেমন কোনও বড় সেলিব্রেশন করা হচ্ছে না। লোকাল ডিভিশনালে কোনও ছোট সেলিব্রেশন হলেও হতে পারে ।

তবে পর্যটকদের জন্য রয়েছে সুখবর এতদিন ধরে কোভিডের কারণে বন্ধ থাকা টয়ট্রেন আবার যাত্রা শুরু করছে আগামী ২৫ অগাস্ট থেকে। বিভিন্ন সূত্র মারফত

জানা গিয়েছে প্রথমত নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং এবং দার্জিলিং থেকে নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত যাত্রা শুরু করবে টয় ট্রেন। পরবর্তীতে পর্যটকদের চাহিদামত পরিকল্পনা করা হবে।

ভয়াবহ অভিজ্ঞতার শিকার ওঁরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৫ অগাস্ট তালিবানরা কাবুল দখল করার পর এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার শিকার ওঁরা। চারপাশে শুধু বোমা আর গুলির আওয়াজ! ওঁরা সকলেই নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাবুলে কাজ করতেন। কেউ ব্রিটিশ দূতাবাসে। বাগডোগরা বিমানবন্দর। এক লম্বা যাত্রা। সঙ্গে উদ্বেগ। পরিবারের সঙ্গে কাবুল থেকে শেষ বার যোগাযোগ হয়েছিল। দুবাই পৌঁছনোর পর থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ।১৫ থেকে ২০ অগাস্ট অনেকেরই মেলেনি খাবারও। দেশে ফিরতে

কেউবা আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে। আবার কেউ অন্য কোনও দেশের দূতাবাসে। চোখের সামনে একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়, দূতাবাসের দখল নেয় তালিবানরা। ওদের কো–অর্ডিনেটররাও তখন গোটা টিমকে নিরাপত্তা দিতে ব্যস্ত।

আজও ফিরলেন অনেকেই। কাবুল থেকে কেউ দুবাই, লন্ডন হয়ে দিল্লি। আবার কেউ কাবুল থেকে দুবাই, লন্ডন, কাতার, দোহা হয়ে দিল্লি। তার পর দিল্লি থেকে উড়ানে পারবেন তো ? বার বার করে ওই একটি প্রশ্নই তাড়া করে বেড়িয়েছে। তালিবানদের জঙ্গলরাজ চলছে তখন। চলছে গুলির লড়াই। বাড়ি ফিরতে পারব, ভাবতেই পারিনি। বাগডোগরা বিমানবন্দরে বলছিলেন শিলিগুড়ি লাগোয়া শালুগাড়ার অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী নির্মল গিরি। কথা বলার সময়ও হাত, পা কাঁপছিল তাঁর। একই সুর শালুগাড়ারই বাসিন্দা সুদেশ লামা, দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা সানতারা সুব্বাদের কণ্ঠেও।

মিথ্যাচারের অভিযোগ নিশীথের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে বিজেপির মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক মিথ্যাচার করেছেন বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার তিনি বলেন, উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত। আর এই মিথ্যাচারে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র। তিনি বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গের জন্য একের পর এক প্রকল্প উপহার দিয়েছেন। আর রেলমন্ত্রী হিসাবে উত্তরবঙ্গের জন্য তিনি দিয়েছেন বহু প্রকল্প। যা পশ্চিমবঙ্গের জন্য এ পর্যন্ত দিল্লি সরকারের দেওয়া ঘোষিত সব প্রকল্পের থেকে অনেক অনেক বেশি। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র আরও বলেছেন, আসলে এ ধরনের মন্তব্য করে নিজের গুরুত্ব বাড়ানো। আসলে লড়াইটা আদি বিজেপি বনাম নব্য বিজেপির। বিজেপি যে কোনও ভাবেই রুখতে চাইছে বাংলার উন্নয়নকে, নষ্ট করতে চাইছে শান্তির বাতাবরণ। থেকে থেকেই বাংলাভাগের দাবি তুলছে। যা নিয়ে উত্তরবঙ্গের মানুষ প্রবল প্রতিবাদে ফুঁসছে।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার

রাজ্যের কয়েকজনকে সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো প্রতিমন্ত্রীর পদ দিয়েছে। তাঁদেরই একজন এই নিশিথ প্রামাণিক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গের লোক হিসাবে কোথায় তিনি কেন্দ্রের কাছ থেকে দাবিদাওয়া আদায় করে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে কিছুই করেননি। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র আরও বলেছেন সর্বৈব মিথ্যাচার করছেন নিশীথ।

নাতির অত্যাচারে অতিষ্ঠ ঠাকুমা

মলয় সুর : নাতির অসহ্য অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে আগেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বৃদ্ধা ঠাকুমা আশালতা দেবী। কিন্তু করোনা সংক্রমণ ভাইরাসের জন্য লক ডাউন ঘোষণা হতেই চন্দননগর আদালত বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে স্বেচ্ছামৃত্যুর আর্জি করেন ৮০ বছরের আশালতা দেবী। তাঁর এক ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়েই সংসার। অনেক কাল আগেই দুই মেয়ে পদ্মা দাস ও পুষ্পরাণী বাউরির বিয়ে হয়ে গেছে। বড় ছেলে সুশীল পাল মারা যান, তিনি পুলিশে কর্মরত ছিলেন। স্বামী নীলমণি পাল রেলে কাজ করতেন। দীর্ঘদিন আগে তাঁর স্বামী মারা যান। ঠাকুমার সম্পত্তি তাঁর নাতি সুরজিৎ পাল নিজের নামে লিখিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল নাতির বিরুদ্ধে। ভদ্রেশ্বর কাঁটা ডাঙায় সত্যজিৎ রায় সরণীতে মোট ৩ কাঠা জমির উপর তৈরি বাড়িটাই ওই বৃদ্ধার নামে। তাঁর ছোট মেয়ে পুষ্পরাণী থাকেন পোলবা থানার ডুবির ভেড়ি পাথালিয়া গ্রামে। অন্যদিকে দরজায় দরজায় ঘুরে অসুস্থ বৃদ্ধা আশালতা দেবী ছোট মেয়ে পুষ্পরাণীর কাছে রয়েছেন। প্রৌঢ়া আশালতাদেবীর অভিযোগ, নাতি সুরজিৎ ও নাতবৌ শিখা পাল দুজনে ব্যাপক মারধর, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করত। ক্রমাগত অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন বৃদ্ধা আশালতা। এমন কি বাড়ি থেকে বের করে দেয় গুণধর নাতি সুরজিৎ। আর সেই বাড়িতে নিজেই বসবাস করছেন বহাল তবিয়তে। দু'বেলা দুমুঠো খেতেও দিত না তাঁর বৌমা ও নাতি। শুধু তাই নয় বাড়িতে পানীয় জলের কল থাকলেও তাঁকে এই বয়সে রাস্তার কল থেকে জল আনতে হতো। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা নাতি সুরজিৎ ও কয়েকজন বন্ধু ঘরে বসে মদ, গাঁজা ইত্যাদি নেশার দ্রব্য নিয়ে ফূর্তি করেন। তাঁর উপর অমানবিক অত্যাচার করে জোর করে পেনশনের

টাকা ছিনিয়ে নিত। পেনশনের টাকা প্রৌঢ়ার জীবনদায়ী ওষুধ কেনা হয়। সারা শরীরে যন্ত্রণা নিয়ে কাতরাতে থাকেন প্রৌঢ়া আশালতাদেবী। বৃদ্ধার আর্তনাদ শুনে এগিয়ে আসেন সাধারণ মানুষ তাদের কাছে সব কথা খুলে বলেন। তবে শেষ বয়সে মন আকুতি ভাবে চাইছে ভদ্রেশ্বরে নিজের বসত বাড়িতে থাকতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী অশোক ব্যানাজী ও সুবোধ ব্যানাজী, চন্দননগর আদালতের উকিল সৌরভ দাস ও চিন্ময় ঘোষ ওই বৃদ্ধার পাশে দাঁড়িয়ে একজোট হয়ে সহানুভূতির সঙ্গে চন্দননগর আদালতে মামলা দায়ের করেন। যে কোনওভাবে মামলাটি কোর্টে তোলার চেষ্টা করছেন। এ বিষয়ে ভদ্রেশ্বর থানায় দ্বারস্থ হয়েও মেলেনি সাহায্য। পরোক্ষভাবে দিনের পর দিন বেড়েছে গুণধর নাতির নজিরবিহীন নির্মম অত্যাচার, কোনও উপায় না পেয়ে অবশেষে ছোট মেয়ের বাড়িতে উঠেছেন ওই বৃদ্ধা। নাতির হাতে মার খেয়ে অপমানিত বোধ করছেন, সেই কারণে স্বেচ্ছায় মৃত্যু অনেক ভাল বলেই মনে করেন। এবিষয়ে ডুবিরভেড়ি পাথালিয়া গ্রামের পঞ্চায়েত উপপ্রধান নির্মল ঘড়াকে সবিস্তারে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা জানানো হয়েছে। প্রৌঢ়ার বয়ান অনুযায়ী, নাতির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিক পুলিশ প্রশাসন।

জিআরপি ফাঁড়ি তদন্ত কেন্দ্রে রূপান্তরিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছিল পুলিশ ফাঁড়ি। উন্নীত হয়ে তদন্ত কেন্দ্রে রূপান্তরিত হল। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং ষ্টেশন। মূলত এই ক্যানিং ষ্টেশন বিশ্ব মানচিত্রে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার নামে পরিচিত। প্রতিনিয়ত এই ষ্টেশন দিয়েই লক্ষ লক্ষ সাধারণ রেলযাত্রী কলকাতা সহ বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করেন। ক্যানিং ষ্টেশনে কোন রেলযাত্রী সমস্যায় পড়লে তাঁকে অভিযোগ জানাতে সোনারপুর পর্যন্ত দৌড়ঝাঁপ শুরু করতে হতো। পাশাপাশি ক্যানিং ষ্টেশনে কোনও মহিলা পুলিশ কর্মী

না থাকায় চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছিল। বুধবার সকাল থেকে আর কোনও অসুবিধা রইলো না। ক্যানিং জিআরপিপি ফাঁড়িকে উন্নীত করে ক্যানিং রেলওয়ে পুলিশ ইনভেস্টিগেশান সেন্টারে রূপান্তরিত করা হয়। ফলে এবার থেকে সাধারণ রেলযাত্রীরা ক্যানিংয়েই অভাব অভিযোগ জানাতে পারবেন। এই ইনভেস্টিগেশান সেন্টারে অফিসার সহ পর্যাপ্ত পিরমাণ পুলিশ কর্মী ও মহিলা পুলিশ থাকবেন। বুধবার সকালে ক্যানিং রেলওয়ে ষ্টেশনের এই ইনভেস্টিগেশান সেন্টারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ডিএসপি সামসুজ্জামান। উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়ক পরেশরাম দাস, জেলাপরিষদ সদস্য তপন সাহা, মাতলা ২ পঞ্চায়েতের প্রধান উত্তম দাস, ক্যানিং থানার আইসি আতিবুর রহমান, সোনারপুর জিআরপি'র ওসি ঋকবেদ সাহা, বারুইপুর জিআরপি'র ওসি অর্ণব দত্ত, বালিগঞ্জ জিআরপির ওসি বিদ্যুৎ সাঁফুই সহ আরপিএফ এর আধিকারীকগণ।

কুপিয়ে খুন করার চেষ্টা বাবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিজের সন্তান কে ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টার অভিযোগ উঠলো গুণধর পিতার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে ক্যানিং থানার অন্তর্গত দাঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভলেয়া গ্রামে। গুরুতর জখম অবস্থায় ফিরোজ মোল্লা নামে ওই যুবক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ভলেয়া গ্রামের বাসিন্দা তাইউম মোল্লা। ছুপিয়া ও ফিরোজা নামে তার দুই স্ত্রী রয়েছে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্য হওয়ায় তার সাথে প্রায় সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিলেন তাইউম। তার ছোট স্ত্রী ইদানিং স্থানীয় এক খালপাড় এলাকায় বসবাস করছিলেন। গত এক সপ্তাহ আগে সম্পত্তির ভাগ দেওয়ার নাম করে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সন্তান ফিরোজকে ডেকেছিল। বেধড়ক মারধর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার দুপুরে ও আবার একই কথা বলে ছেলেকে ডেকেছিল তাইউম। সেই মতো ছেলে ও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হাজির হয়। অভিযোগ সেখানে একটি দোলনা নিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে গন্ডোগোল করে তাইউম। পরিস্থিতি ভালো নয় বুঝতে পেরে ছেলেকে সাথে নিয়ে খালপাড় এলাকার বাড়িতে ফিরে আসার জন্য রওনা দিয়েছিলেন। অভিযোগ সেই সময় ঘর থেকে ধারালো দা বের করে তাইউম। আচমকা রুদ্রমূর্তি ধারণ করে ফিরোজের মাথায় একের পর এক ধারালো দায়ের কোপ মারতে থাকে। দায়ের আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই যুবক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সেই সময় তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায় তার মা ফিরোজা মোল্লা। অভিযোগ সেই সময় তাইউম, তাইউমের প্রথম পক্ষের স্ত্রী ছুপিয়া, মেয়ে হালিমা ও জামাই ওবাইদুল্লা মোল্লারা একত্রিত হয়ে আবারও মা ও ছেলেকে বেধড়ক মারধর করে। স্থানীয়রা তাদেরকে কোন রকমে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ওই যুবকের অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হওয়ায় তার অবস্থা সংকটজনক হয়ে পড়লে রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন ওই যুবককে।

কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘরের জন্য শাসক দলের নেতাদের দিতে হচ্ছে কাটমানি। এমনটাই অভিযোগ তুলে বিডিওর দ্বারস্থ হয়ে ইতি মধ্যে অভিযোগ জানিয়েছেন চার জন উপভোক্তা।অভিযোগ পেয়েই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন বাসন্তীর বিডিও।

উল্লেখ্য, প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের উত্তর মোকামবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর সোনাখালি ও আমড়াতলা গ্রামের বাসিন্দা কার্তিক বর্মন,বর্ণালি বর্মন,পূর্ণিমা বর্মন,টুম্পা নায়েক'রা বাসন্তী বিডিওতে একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন গত ২৫ আগষ্ট। অভিযোগ ওই সমস্ত গ্রামবাসীদের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘরের জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা তথা বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুস্মিতা বর্মনের স্বামী বিশ্বজিত বর্মন,পঞ্চায়েত সদস্য সুকুমার সরদার ও সুকুমার বাবুর সুপারভাইজার দীপক নাথ চারজন উপভোক্তার কাছ থেকে যথাক্রমে ৯০০০, ১০০০০, ১৫০০০, ৭৫০০ টাকা করে কাটমানি নিয়েছেন। দ্বিতীয় কিস্তি টাকা পাওয়ার জন্য কোনও প্রকার ফটো ও তুলছেন না বলে অভিযোগ উপভোক্তাদের। ফলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা না পেয়ে অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর গুলি।এমত অবস্থায় ওই চারজন উপভোক্তা বাসন্তীর বিডিও তে লিখিত অভিযোগ জানায়।অন্যদিকে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে

দিয়েছেন পঞ্চায়েত সদসা সুকুমার সরদার ও পঞ্চায়েত সদস্য'র সুপারভাইজার দীপক নাথ।পঞ্চায়েত সদস্যা তথা বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধান সুস্মিতা বর্মনের স্বামী বিশ্বজিত বর্মন এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন না ধরায় তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। কাটমানি প্রসঙ্গে স্থানীয় বিজেপি নেতা তথা বাসন্তী বিধানসভায় বিজেপি মন্ডল সহ সভাপতি বিকাশ সরদার জানিয়েছেন 'কাটমানি নিয়ে সাধারণ মানুষ ভয়ে মুখ খুলতে পারছেন না।তারা বিডিও তে অভিযোগ জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘরের জন্য তাদের কাছে জোরপূর্বক টাকা নেওয়া হয়েছে। তবে যারা টাকা নিয়েছে তাদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল কাটমানি প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে যা যারা কাটমানি নিয়েছে সে বিষয়ে ব্লক আধিকারিক কে বলেছি অভিযোগ সরজমিনে তদন্ত করে উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য'। কাটমানি প্রসঙ্গে অভিযোগ পেয়ে বাসন্তীর বিডিও সৌগত সাহা জানিয়েছেন কে কাকে কাটমানি দিয়েছে জানা নেই। তবে অভিযোগ তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

ম্যানগ্রোভে রাখি পরালেন মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার এক নতুন ধরনের রাখি বন্ধন দেখলো সুন্দরবনের মানুষ। বহুযুগ ধরে রাখি পূর্ণিমার দিনে বোনেরা ভাইয়ের হাতে রাখি বেঁধে দেন প্রিয় ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করে। প্রিয়জনকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করার প্রার্থনা। রক্ষাকবচ। পাশে থাকার আশ্বাস। আর এবারে সেই আশ্বাসে বুক বেঁধেই রবিবার সুন্দরবনের মানুষ রাখি বাঁধলেন ম্যানগ্রোভ গাছের গায়ে। ম্যানগ্রোভ। স্থানীয়দের ভাষায় বাদাবন। যে গাছেরা সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা, সাইক্লোনের হাত থেকে সুন্দরবনকে রক্ষা করে, বুক দিয়ে আগলে রাখে।রবিবার তাদের গায়ে রাখি বেঁধে তাদের ভালোবাসা জানালেন বহু মানুষ। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে দ্রুত পালটে যাচ্ছে প্রকৃতি। আয়লা,ফনি,বুলবুল, আমফান, ইয়াস- একের পর এক সাইক্লোন তছনছ করে দিয়েছে

সুন্দরবনের জনজীবনকে। কিন্তু এই ভয়ানক বিপদের মুখে ঢাল হয়ে শুধু দাঁড়িয়েছে এই বাদাবন। সুন্দরবনের নেচার এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ সোসাইটির উদ্যোগে সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের আমড়াতলা গ্রামে, কাকদ্বীপের লক্ষীপুর গ্রামে,পাথরপ্রতিমার জি প্লটের বুড়োবুড়ির তট,গোসাবার আমলা মেথি ,মন্মথনগর, ক্যানিং ১ নং ব্লকের নিকারীঘাটা, ১নং দিঘির পাড়, সাগরের সুমতিনগর,হাতিপিঠা ,কুলতলির ডোঙাজোড়া ইত্যাদি গ্রামের মেয়েরা পরম যত্নে লালন করেছেন যে ম্যানগ্রোভকে, সেই ম্যানগ্রোভ আজ এই দ্বীপগুলিকে করে তুলেছে দুর্ভেদ্য দুর্গ। তাই রবিবার সকালে রাখি পূর্ণিমাকে সামনে রেখে এই গাছের গায়ে রাখি পরিয়ে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করলেন এই সব গ্রামের মহিলারা।আর তাঁরা অঙ্গীকার নিলেন সুন্দরবনের প্রহরী এই ম্যানগ্রোভ গাছকে সমস্ত রকমের প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করার। সুন্দরবনের মহিলাদের এ হেন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবেশ প্রেমীরা।

৫০ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার খোদ বারুইপুর শহর থেকে ধৃত এক প্রতারক। কম পয়সায় বৈদ্যুতিক যন্ত্র দেওয়ার নামে ৫০ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার হল এক যুবক বারুইপুরে। কম পয়সায় বৈদ্যুতিক যন্ত্র দেওয়ার নামে ৫০ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে বারুইপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করল প্রতারককে। বুধবার রাতে বারুইপুর কাছারি বাজার এলাকা থেকে তাকে ধরা হয়। ধৃতের নাম অভিষেক পাল। তার বিরুদ্ধে ৪২০ ও ৪০৬ ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার দুপুরে বারুইপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, ১০ হাজার টাকার মোবাইল ৫ হাজার টাকায়, ২৫ হাজার টাকার টিভি মাত্র ১৫ হাজার টাকায় এইভাবেই বারুইপুরের বলবন, খোদারবাজার, কল্যাণপুর এলাকার কিছু মানুষ কে অল্প পয়সায় বৈদ্যুতিক সামগ্রী বিক্রি করছিল ধৃত প্রতারক অভিষেক। সে নিজে বারুইপুরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের মোপাপাড়ায় ভাড়া থাকত। অল্প পয়সায় বৈদ্যুতিক সামগ্রী দেওয়ার টোপ সহজেই সাধারণ মানুষজন লুফে নিয়েছিল। দেখতে হ্যান্ডসাম যুবক যে প্রতারক হয়ে যাবে তা ভাবতেও পারেননি সাধারণ মানুষ। বিভিন্ন লোকজনের কাছ থেকে টাকা নিলে ও ২-৩ মাস সময় নিচ্ছিল সে জিনিস গুলি দিতে। অভিযুক্ত এক বেসরকারি সংস্থায় কাজও করত। অভিযোগ, দফায় দফায় লোকের কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা তুলেছিল সে। কয়েকদিন আগেই ৮ জন প্রতারিত মানুষ বারুইপুর থানায় অভিষেকের নামে অভিযোগ দায়ের করে। আর প্রতারণা করেই ৩ বছর ধরে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল অভিযুক্ত। আরও কতজন প্রতারিত হয়েছিলেন তা পুলিশ তদন্ত করে খতিয়ে দেখছে। এর সঙ্গে আর কারা জড়িত তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ক্যাম্পে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার করমজি থানার হাইমাদ্রাসায় 'দুয়ারে সরকার' শিবিরে আসা লোকজনকে বাতাসা ও জলের বোতল দেয় তৃনমূলকর্মীরা। সোমবার বোলপুর পাঁচনং ওয়ার্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'দুয়ারে সরকার' শিবিরে আসা লোকজনকে মাংস ভাত খাওয়ায় তৃনমূল। এই দুটি ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতর।

বাংলাদেশে আটক ৪ মৎস্যজীবী

সুভাষ চন্দ্র দাশ : বাংলাদেশের জলসীমা অতিক্রম করার অভিযোগে ট্রলার, মাছ ধরার জাল সহ চারজন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে আটক করলো বাংলাদেশ বন দফতরের পুলিশ। চারজন মৎস্যজীবীর বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের

ঝড়খালি এলাকায়। সূত্রের খবর গত ১৩ আগষ্ট ঝড়খালির বাড়ি থেকে একটি ট্রলার নিয়ে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন ঝড়খালির পার্বতীপুর ২ নম্বর স্কিমের বিকাশ মন্ডল, ঝড়খালি বিবেকানন্দ পল্লীর কৃষ্ণ শিকদার, ঝড়খালী বাজার এলাকার অলোক সরদার ও গুরুদাস সরদাররা।এক সময় মাছ ধরার নেশায় বুঁদ হয়ে বাংলাদেশের জলসীমা অতিক্রম করে। ২১ আগষ্ট শনিবার রাতে বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবন এলাকার সাতক্ষীরা রেঞ্জের পুষ্পকাটি টহল ফাঁড়ি এলাকা পাকড়াতলী চর থেকে তাদেরকে আটক করে বাংলাদেশ বন দফতরের পুলিশ। ধৃত মৎস্যজীবীদের রবিবার আদালতে পাঠায়। এদিকে এমন খবর পেয়ে মৎস্যজীবী পরিবারে সদস্যরা চিন্তায় কান্নায় ভেঙে পড়েন। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেনতেন প্রকারে ঘরে ছেলেদেরকে ঘরে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিক এমনটাই আর্জি জানিয়েছেন মৎস্যজীবী পরিবারের সদস্যরা।

যোগাসন প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২০ আগস্ট ডায়মন্ড হারবারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া

পর্ষদের পক্ষ থেকে অনাবাসিক যোগাসনের এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে শারীরশিক্ষার শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সভা শুরু হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের বিধায়ক পান্নালাল হালদার। ৬২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় ক্যারাটে, এথলেটিক্স ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদেরকে রক্তদানের মতো উদার ও মহৎ কর্মসূচি পালন করা হয়। সংগঠনের সম্পাদক শুভেন্দু ঘোষ বলেন, আমফান, যশ, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে পীড়িত মানুষের সাহায্যকল্পে ৬টি রিলিফ ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেছে এই জেলা ক্রীড়া পরিষদ।

বিদ্বজনেরা নিশ্চুপ কেন?

প্রথম পাতার পর

তাই তারা কোথায় প্রতিবাদ করবেন আর কোথায় করবেন না সেটা নিজেরাই ঠিক করে নেন। শুধু তাই নয় মানবাধিকার হত্যা নিয়ে বিদ্বজনদের মধ্যে মতভেদও বিস্তর। আবার মনে ইচ্ছা থাকলেও কার ডাকে সাড়া দিয়ে ইচ্ছাপূরণ ও প্রচার দুটোই সম্ভব এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই চলে যায় অনেকটা সময়। শেষপর্যন্ত এরা হয়তো একটা সর্বজনগ্রাহ্য ব্যানার নিয়ে বা মোমবাতি ধরে বা কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে বেরোবেন যখন তখন হয়তো মানবাধিকার ধ্বংসের খেলা অনেকটাই এগিয়ে যাবে এবং দ্বিগুণ উৎসাহে আরও একটা অভিযান শুরু করে দেবে মানবতার জল্লাদরা।

এদেশের এইসব মানবাধিকার কর্মী ও বিদ্বজনদের দেখে অবশ্য আক্ষেপ করার কিছু নেই। দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ঘটে চলা ধর্মের নামে সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদ এরা করেন না। শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে স্বাধীন লেখক-লেখিকাকে যখন দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার বিধান দেওয়া হয় তখন এরা নিদ্রামগ্ন থাকেন। আসলে যেখানে ফায়দা নেই অথচ হুমকির ভয় আছে সেটা এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই করেই আমাদের বুদ্ধিজীবীরা করে-কম্মে খাচ্ছেন, আমাদের উপর নিজেদের সংস্কৃতি চাপিয়ে দিচ্ছেন। আমরাও সমাজে এইসব বুদ্ধিজীবীদের ধারণ করে গর্ব বোধ করে থাকি। এদের আসল চরিত্রটা বুঝতে পারি তখন যখন সত্যিকারের বিপদ এসে সামনে উপস্থিত হয়। এই মুহূর্তে আফগানিস্তান এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। ধর্মোন্মাদ তালিবানরা অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে আর যারা রক্ষাকর্তার ভেক ধরে শাসক হয়ে বসেছিল তারা ফেলে পালিয়ে গিয়েছে প্রাণ বাঁচাতে। এখন সাধারণ আফগান ভাইবোনেরা নিজেদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে তুলে নিয়েছে অস্ত্র। প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে পিশাচ তালিবানদের বিরুদ্ধে। কিন্তু সত্যি কি বাঁচার উপায় আছে! আফগানী সম্পদ লুটে খেতে হায়নার মতো তাকিয়ে রয়েছে পৃথিবীর শক্তিধর রাষ্ট্রের দল তাদের লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে। ঘরে বাইরে শত্রুর কবলে কাবুল এখন পৃথিবীর কাছে চায় মানসিক শক্তি, মানবিক সমর্থন। আমরা কি এতই দৈন্য যে সেটাও দিতে কুণ্ঠা বোধ করব।

জগবল্লভপুরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জগবল্লভপুর ব্লকে উদ্যোগে চলছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি প্রকল্প। বড়গাছিয়া, পাতিহালের রাস্তার দু'ধারে যেমন চলছে বৃক্ষরোপণ

কর্মসূচি তেমনি পাতিহাল থেকে খাঁদারঘাট হয়ে ফটিকগাছির ফিঙাগাছি বাঁধ পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে জোর কদমে চলছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। এখনো পর্যন্ত কয়েক হাজার গাছ লাগানো হয়েছে। এই সব গাছগুলো বাঁশ ও নাইলনের জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে যাতে গৃহপালিত পশুতে নষ্ট না করে দেয়। যখন চারিদিকে গাছ কেটে প্রকৃতির ভারসম্য নষ্ট করছে প্রতিনিয়ত সেখানে প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সকলেই সাধুবাদ জানিয়েছে। তবে এই সমস্ত গাছ গুলি সঠিক ভাবে পরিচর্যা না হলে পরে গাছ গুলো মারা যাবার আশঙ্কা প্রকাশ করছেন অনেকেই। আবার গাছের সুরক্ষার জন্য যে জালগুলো ব্যাবহার করা হয়েছে তা চুরি হবার সম্ভাবনাও থাকছে। কারন-ফাঁকা মাঠের মাঝখান দিয়েই রাস্তা চলে গেছে সেই রাস্তার দু'ধারে গাছ লাগানো হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তাই গাছ গুলিকে বাঁচাতে পারে বলে মনে করছে সকলে। সকলেই এখন অপেক্ষায় – কবে এই সব গাছগুলি বড় হবে,সবুজে ভরে উঠবে আর তার ছায়া ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে।

১২ বছর পর ছেলে খুঁজে পেল মাকে

সৌজন্যে হ্যাম রেডিয়ো

নিজস্ব প্রতিনিধি: হারিয়ে যাওয়া মানুষদের ফিরিয়ে আনার কাজ করে চলেছে হ্যাম রেডিয়ো। আর হ্যাম রেডিয়োর সৌজন্যেই বাড়ি ফিরলেন ১২ বছর আগে নিখোঁজ হওয়া মানসিক ভারসাম্যহীন এক মহিলা। আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। তাঁর পর আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর এ বার সেই মহিলাকে বাড়িতে ফেরালো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতি বার ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে এসে নদিয়ার চাকদার বল্লভপুরের বাসিন্দা ৫৫ বছর বয়সি মা জ্যোতি সরকারকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁর ছেলে মিঠুন সরকার। মিঠুনের বয়স তখন ৮ বছর। স্বামী মনোরঞ্জনের অকাল মৃত্যু মেনে নিতে পারেনি জ্যোতি। ক্রমশ মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করেন তিনি। হারিয়ে ফেলেন মানসিক ভারসাম্য। বছর বারো আগে আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। আর তারপর থেকেই নিখোঁজ। এর পর গত

১৩ আগষ্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে একটি পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ওই মহিলা। স্থানীয় মানুষ ই তাঁকে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করান। পর দিনই ডায়মন্ডহারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন হাসপাতালের সহকারী সুপার সুপ্রিম সাহা মহিলার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন, স্বজনদের হারিয়েছেন তিনি। বাড়ির পথ ভুলে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করছিলেন এত দিন। এর পর কালবিলম্ব না করে হ্যাম রেডিয়ো-র সঙ্গে যোগাযোগ করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হ্যাম রেডিওর সদস্যরা অনেক খোঁজাখুঁজির পর ওই মহিলার পরিচয় জানতে পারেন। যোগাযোগ করা হয় তাঁর ছেলে মিঠুনের সঙ্গে। পেশায় গাড়িচালক মিঠুন মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বৃহস্পতিবার নিজেই গাড়ি চালিয়ে ডায়মন্ডহারবারে চলে আসেন। এ দিন সন্ধে ৮টা নাগাদ জ্যোতিকে ছেলের হাতে তুলে দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ছেলেকে কাছে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন ওই মহিলা। রাতেই বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন তাঁরা। এ দিন হাসপাতালের সহকারী সুপার সুপ্রিম সাহা বলেন, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই মহিলার পরিচয় জানার পর পরিবারের হাতে তুলে দিতে পেরে ভাল লাগছে। এর জন্য হ্যাম রেডিয়োর সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই। হারিয়ে যাওয়া মানুষদের বাড়ি ফেরাতে দীর্ঘ দিন ধরেই কাজ করছে হ্যাম রেডিয়ো নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। হ্যাম রেডিয়োর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক অম্বরিশ নাগ বিশ্বাস বলেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে খবর পাওয়ার পরই আমরা ওই মহিলার খোঁজখবর করে ঠিকানা জানতে পারি। ১২ বছর পর মা ও ছেলের এই মিলন করাতে পেরে আমরা খুশি। আমরা মানুষের পাশে থেকে এই ভাবে কাজ করে যেতে চাই।

লেন্স বার্তা

টালি নালার উপর দিয়ে চলেছে দীর্ঘ জলের পাইপ লাইন –এর কাজ

বিকল চড়িয়াল খাল, জমা জল থেকে রেহাই পেতে পৈলানে চলছে রাস্তা উঁচু করার কাজ। ছবি : অভিজিৎ কর

লেডি হকার। করোনা কালে সংসার এর হাল ধরতে লড়াই...

টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের নতুন উদ্যোগ 'মনোসিজ'–এর উদ্বোধন করছেন ডাঃ কুনাল সরকার এবং প্রফেসর মানসী রায়চৌধুরী। এই উদ্যোগে সুস্থ পরিবেশে শিক্ষাদান এবং এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখাবে। এছাড়াও বিষাদগ্রস্তদের বিষাদমুক্ত করে সঠিক পথে আনার গুরু দায়িত্ব নিয়েছে সংস্থাটি।

ছবি : উৎপল রায়

একাগ্রতা, উৎসর্গ, ধৈর্যশক্তি প্যারা মেডিক্যালের মূলমন্ত্র

বরুণ মণ্ডল : কোভিড নাইন্টিনে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কেবলমাত্র চিকিৎসকদের চাহিদাই বেড়েছে এমন নয়। হাসপাতাল, ল্যাবরেটরি, প্যাথোলজি কিংবা নার্সিং হোমের বিভিন্ন বিভাগে এমন সব কাজ বেড়েছে, যেগুলো ছাড়া চিকিৎসা ব্যবস্থাই বিকল। সেজন্যই এই কোর্স নিয়ে পড়া একটা ভালো পদক্ষেপ। মেডিক্যাল সায়েন্সের মূল বিষয় হলো, প্যারামেডিক্স'। এটা ছাড়া কোনও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাই সাবলীল ভাবে এগিয়ে যেতে পারে না। যতো ভালোই চিকিসক হোন, কোনও রোগ নির্ণয় করতে গেলে বা রোগীকে সুস্থ করতে হলে টেকনিশিয়ানদের উপর নির্ভর করতেই হবে।

এদেশে প্যারামেডিক্যালে ডিপ্লোমা, বিএসসি ও এমএসসি – এই তিন ডিগ্রির জন্যই নানা কোর্স রয়েছে। স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল (এসএমএফডব্লুবি)–এর অন্তর্গত প্রায় ১৩ টি প্যারামেডিক্যাল কোর্সে ডিপ্লোমা করানো হয়। ১) ডিপ্লোমা ইন রেডিওগ্রাফি (যারা এক্স–রে করার কাজে নিযুক্ত)। ২) ডিপ্লোমা ইন অপটোমেট্রি (যাঁরা চোখের পাওয়ার টেস্ট করেন), ৩) ডিপ্লোমা ইন পারফিউশন টেকনোলজি (যখন হার্ট–লং মেশিন দিয়ে অপারেশন হয়, যেমন – বাইপাস সার্জারির ক্ষেত্রে কৃত্রিম ভাবে হার্ট–লং চালু রাখতে যে মেশিন চালানো হয়, সেটা যারা চালায় তাদের এই কোর্স করা থাকতে হয়), ৪) ডিপ্লোমা ইন ডায়ালিসিস টেকনোলজি(কিডনির অসুখে ডায়ালিসিসের সময় এই যন্ত্র চালাতে), ৫) ডিপ্লোমা ইন ইসিজি টেকনিশিয়ন, ৬) ডিপ্লোমা ইন নিউরো ইলেক্ট্রো ফিজিওলজি (নার্ভের অসুখে টেস্ট করতে), ৭) ডিপ্লোমা ইন রেডিও থেরপিউটিক টেকনোলজি (ক্যানসার রোগীদের রেডিওথেরাপি দিতে), ৮) ডিপ্লোমা ইন ডায়াবেটিক কেয়ার টেকনোলজি, ৯) ডিপ্লোমা ইন ক্যাথল্যাব টেকনিশিয়ান (যেখানে হার্টের অপারেশন হয় সেখানে বিভিন্ন যন্ত্র ঠিক মতো চালাতে এই বিষয় নিয়ে পড়া জরুরি), ১০) ডিপ্লোমা ইন ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজি (ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে কাজ করতে), ১১) ডিপ্লোমা ইন অপারেশন থিয়েটর টেকনোলজি

(অপারেশনের জন্য যতো ধরনের ইন্সট্রুমেন্ট হয় সেগুলো নিয়ে কাজ করতে), ১২) ডিপ্লোমা ইন মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি (প্যাথোলজিতে বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক টেস্টের কাজে জড়িত) এবং ১৩) ডিপ্লোমা ইন ফিজিওথেরাপি (যারা ফিজিওথেরাপি করায়)।

এই সমস্ত ডিপ্লোমা কোর্সের মেয়াদ দু'বছর আর তারপর ছ'মাসের ইন্টার্নশিপ। উচ্চমাধ্যমিকে বায়োসায়েন্স থাকা চাই। উচ্চমাধ্যমিকে নম্বরের ভিত্তিতেই এই কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। এরাজ্যের মেডিক্যাল কলেজ গুলোতে এই কোর্স গুলি করানো হয়। এছাড়া রাজ্যে প্রায় ৮১ টি বেসরকারি কলেজে এই কোর্স গুলি করানো হয়। সরকারি কলেজে পড়ার খরচ কম। বেসরকারি কলেজেও খরচ নামমাত্র।

রাজ্যের সমস্ত সরকারি, অসরকারি হাসপাতালে কাজের সুযোগ তো রয়েছে। প্রতিবছর অসংখ্য ছেলে–মেয়ে বিভিন্ন পদে চাকরি পাচ্ছে। চাহিদা দিনে দিনে বাড়ছে। সাধারণত যে কোনও হাসপাতাল কিংবা ল্যাবরেটরির ইনচার্জ পদে থাকতে গেলে প্যারামেডিক্যাল সায়েন্সে বিএসসি বা এসএসসি ডিগ্রি থাকা আবশ্যিক। তবে ডিপ্লোমা যাদের রয়েছে তাদের হাতে–কলমে ফিল্ডে নেমে কাজ করতে হয়। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সের অন্তর্ভুক্ত প্যারামেডিকেল অ্যান্ড অ্যালায়েড হেলথ সায়েন্সে ডিগ্রি কোর্স করা সম্ভব। এই কোর্স করতে গেলে উচ্চমাধ্যমিকের পর এন্ট্রান্স (জেনপস–ইউজি) দিতে হবে। ডিপ্লোমার মতো বিভিন্ন বিষয়ে প্যারামেডিক্যাল ডিগ্রি কোর্স করা সম্ভব। এই কোর্স বিএসসি কোর্সের মতোই তিন বছরের হয়। আর্টস নিয়ে পড়েও প্যারামেডিক্যালে পড়া যায়। কেবলমাত্র সায়েন্স নয়। উচ্চমাধ্যমিক বা গ্র্যাজুয়েশনে আর্টস, সেক্ষেত্রেও কিন্তু প্যারামেডিক্যালের কিছু বিষয় নিয়ে পড়ে কেরিয়ার গড়া সম্ভব। এক্ষেত্রে এন্ট্রান্স (জেনপস–পিজি) পরীক্ষায় বসতে হবে। এই পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি কোর্সে 'জেনপস–ইউজি'–এর ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও আর্টসের ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হতে পারে। বিষয় গুলি হল : ১) মাস্টার্স ইন হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন', ২) মাস্টার্স ইন পাবলিক হেলথ', ৩) এমএসসি অ্যাপ্লায়েড নিউট্রিশন, ৪) ডিপ্লোমা ইন হেলথ প্রমোশন অ্যান্ড এডুকেশন, ৫) এমফিল ইন সাইকোলজিক্যাল সোস্যাল ওয়ার্ক।

রাজনৈতিক দলের অনুদান গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলি অনুদান গ্রহণ করলো নির্দিষ্ট সময়। কিন্তু তার তথ্য ভারতীয় নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়ায় দেরি করলো দেড়শো দিনের বেশি। নির্বাচনের কাজে ব্যবহারের জন্য তথ্যানুযায়ী ২০ হাজার টাকার অধিক অনুদান গ্রহণ করা জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলি কত টাকা অনুদান গ্রহণ করলো সেই তথ্য (২০১৯ -২০ অর্থবর্ষের তথ্য) ভারতীয় নির্বাচন কমিশনে জমা করবে। জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির অনুদান গ্রহণের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্ধারিত তারিখ ছিল ২০২০ - র ৩০ সেপ্টেম্বর। বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) এবং ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) পূর্বনির্ধারিত সময়ে কমিশনে তাদের অনুদান গ্রহণের প্রতিবেদন জমা দেয়। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ১৩৪ দিন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (আইএনসি) ৯০ দিন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শাসক দল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস (এআইটিএমসি) ১০৯ দিন, সিপিআইএম ১২৫ দিন, সিপিআই ১৫৩ দিন প্রতিবেদন কমিশনে জমা দিতে দেরি করে। আর ন্যাশনাল পিপলস্ পার্টি (এনপিইপি) এখনও জমাই করেনি। বিজেপি ঘোষণা করেছে ২০১৯ - '২০ অর্থবর্ষে তারা সর্বমোট ৫,৫৭৬ টি অনুদান থেকে তারা ৭৮৫.৭৭০ কোটি টাকা পেয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস ঘোষণা করেছে তারা ৩৫০ টি অনুদান থেকে তারা ১৩৯.০১৬ কোটি টাকা পেয়েছে। অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস ৬৩ টি অনুদান থেকে ৮.০৩৫ কোটি টাকা (২০১৮ - ১৯ অর্থবর্ষে ৪৪.২৬০ কোটি ছিল), সিপিআইএম ২৪১ টি অনুদান থেকে ১৯.৬৯৩৫ কোটি টাকা (২০১৮ - '১৯ অর্থবর্ষে ৩.০২৫ কোটি টাকা ছিল) পেয়েছে।

জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ২৯খ(ঘ) ধারায় বলা আছে যে : ২৯খ. রাজনৈতিক দলগুলি অনুদান গ্রহণের অধিকারী। কোম্পানি আইন, ১৯৫৬, (১৯৫৬ এর ১) অনুযায়ী, প্রতিটি রাজনৈতিক দল সরকারি কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি বা কোম্পানির দ্বারা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত যেকোনো অনুদান গ্রহণ করতে পারে : তবে শর্ত থাকে যে, কোনও রাজনৈতিক দল বিদেশি অনুদান (রেগুলেশন) আইন, ১৯৭৬ (১৯৭৬ - এর ৪৯) - এর ধারা ২(ঙ) এর অধীনে সংজ্ঞায়িত কোনও বিদেশি উৎস থেকে কোনও অনুদান গ্রহণের যোগ্য হবে না। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মসের সুপারিশ হল, সুপ্রিম কোর্ট ২০১৩ - র ১৩ সেপ্টেম্বর একটি রায় দিয়ে ঘোষণা করে যে প্রার্থীর হলফনামার কোনও অংশ খালি রাখা উচিত নয়। একইভাবে, ২০,০০০ টাকার উপরে অনুদানের বিবরণ প্রদানকারী রাজনৈতিক দলগুলির জমা দেওয়া ফর্ম ২৪ক - এর কোনও অংশ খালি রাখা উচিত নয়। সকল দাতা যারা একক বা একাধিক অনুদান হিসাবে ন্যূনতম ২০,০০০ টাকা দান করেছেন তাদের প্যানের বিবরণ প্রদান করা উচিত।

স্বাধীনতা সংগ্রামী নারীদের স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসব' শীর্ষক যে কর্মসূচি চলছে তারই একটি অঙ্গ হিসাবে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো এক ওয়েবিনারের আয়োজন করেছিল। উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ যীশু বসু, প্রখ্যাত সাংবাদিক তথা রাজনৈতিক বিশ্লেষক কুমারেশ ঘোষ, প্রখ্যাত সাংবাদিক তথা লেখক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, প্রখ্যাত সাংবাদিক, লেখক তথা রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুজিত রায়। যেসব মহীয়সী মহিলারা স্বাধীনতা সংগ্রামে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িয়ে ছিলেন কিন্তু তাঁদের আমরা ব্রাত্য করেই রেখেছি সেই সব মহীয়সীদের স্মরণ করে তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় এই অনুষ্ঠানে। সকলেই এই

বছরে এই মহীয়সী নারীদের তথ্য সন্ধান করে কোনও বই আকারে সে গুলিকে আপামর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে। রন্তিদেব সেনগুপ্ত বলেন, রাণী ঝাঁসি যখন যুদ্ধ করছিলেন সেই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও অনেক মহীয়সী। তাঁদেরকে আমরা প্রায় সকলেই ভুলে গেছি । রাণী ঝলকারি বাঈ লক্ষ্মীবাঈ সেজে ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং সেই ফাঁকে লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেড়িয়ে যেতে সক্ষম হন। এছাড়াও তিনি মনে করিয়ে দেন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবাসীকে অঙ্গাঙ্গীভাবে সাহায্য করেছিলেন সিস্টার নিবেদিতা। এই ভাবেই সেই সময় স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যেক ঘরে নারীরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করেছিলেন। কুমারেশ বাবু মেদিনীপুরের সংগ্রামী ইতিহাস নিয়ে চর্চা করে চলেছেন বহু দিন ধরে। সেই সূত্রে তিনি বলেন, সাবিত্রীবালা দাসী যিনি পতিতা হয়েও বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তার ঘরে লুকিয়ে থাকার জন্য সাহায্য করতেন। এছাড়াও রাণী শিরোমণি চুয়ার বিদ্রোহের সময় কারাবরণ করেছিলেন এবং তমলুকের রাণী কৃষ্ণপ্রিয় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে গিয়ে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এমন সব মহীয়সী সংগ্রামী নারীদের নিয়ে নথি লিপিবদ্ধ করবার জন্য ভাবা হবে বলে জানিয়েছেন পিআইবি কলকাতার গণমাধ্যম আধিকারিক শ্রীজাতা সাহা সাহু।

পাঁচ নতুন বিচারপতির শপথ

কল্লোল গুহঠাকুরতা : গত ২৭ আগস্ট শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে নতুন পাঁচজন বিচারপতি শপথ নিলেন। এই নতুন বিচারপতিরা হলেন কেসাং ডোমা ভুটিয়া, রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, সুগত মজুমদার, বিভাস পট্টনায়ক এবং আনন্দকুমার মুখোপাধ্যায়। এই বিচারপতিদের নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মোট বিচারপতির সংখ্যা দাঁড়ালো ৩৬, যেখানে অনুমোদিত মোট বিচারপতির সংখ্যা ৭২। অর্থাৎ কলকাতা হাইকোর্টে এই মুহূর্তে আরও ৩৬ জন বিচারপতির পদ খালি রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে কলকাতা হাইকোর্টের মতো ভারতবর্ষের প্রায় সব হাইকোর্টেই বহু বিচারপতির পদ খালি পড়ে রয়েছে এবং এর ফলে গোটা দেশ জুড়ে মামলার পাহাড় জমে যাচ্ছে। এর মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট, যেখানে সর্ব মোট ১৬০ জন বিচারপতির থাকার কথা (লক্ষ্ণৌ এবং কানপুরের সার্কিট বেঞ্চ মিলিয়ে) কিন্তু সেখানে বর্তমানে মোট বিচারপতির সংখ্যা মাত্র ৯৪ জন অর্থাৎ বর্তমানে সেখানে ৬৬ জন বিচারপতির পদ খালি রয়েছে।

মহামিলনের উৎসব ঝুলন

রসিক গৌরাঙ্গ দাস : সুপ্রাচীন কাল থেকে ঝুলন ও রাখি উৎসব ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় এবং সমাজ জীবনে এক অপরিসীম তাৎপর্য বহন করে চলেছে। এই উৎসবের মুখ্য উদ্দেশ্য হল প্রেম, মৈত্রী, জাতীয় সংহতি, জন জাগরণ, দেশভক্তি ও দেশপ্রেম এবং আধ্যাত্মিকতার বিকাশ সাধন। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন উৎসব। আজও ধর্ম প্রাণ নরনারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এই উৎসব হয়ে ওঠে আনন্দমুখর। এই উৎসব বেশ কয়েকদিন ধরে চলে। বর্তমানে কালের বিবর্তনে কিছু পরিবর্তিত রূপ পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষের সর্বত্রই এই উৎসব ধুমধামের সহিত পালিত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য মণিপুর রাজ্য, বৃন্দাবন এবং মায়াপুর ও নবদ্বীপ ধাম। প্রতিটি মঠ–মন্দির এবং গৃহাঙ্গন আলোকমালা ও ফুল সজ্জায় সুসজ্জিত করা হয়। ছোট ছোট ছেলেমেরোও মেতে ওঠে উৎসবে। পাড়ায় পাড়ায় দেখা যায় ঝুলন মণ্ডপ। শ্রাবণী পূর্ণিমাকে 'ঝুলন পূর্ণিমা' ও 'রাখী পূর্ণিমা' বলা হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নানা লীলার কেন্দ্রবিন্দু। তার মধ্যে সর্বোত্তম নরলীলা। ঝুলন তারই এক মনোরম প্রকাশ। দ্বাপর যুগে বৃন্দাবনে স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে যখন গগন মণ্ডল উদ্ভাসিত, তখন সখা ও গোপীগণ পরিবেষ্টিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঝোলায় (দোলায়) আরোহণ করে লীলা বিহার করেন এবং ভগবৎ

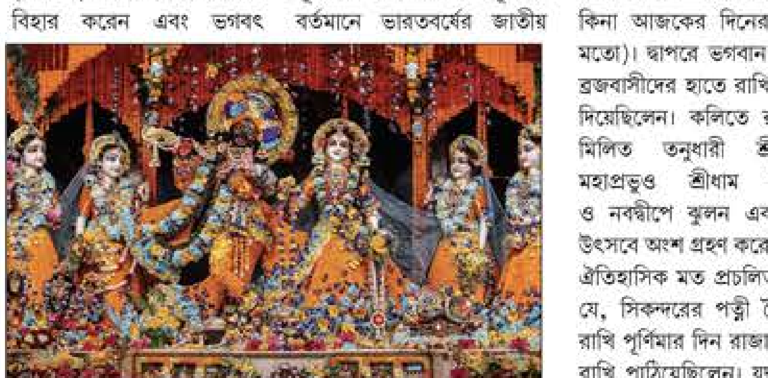

আনন্দের সঞ্চার করেন সমবেত ভক্তগণের মধ্যে। এই ঝুলন 'হিন্দোল ক্রীড়া' অর্থাৎ ঝুলা বা দোলা খাওয়া। ঝুলন প্রেমের উৎসব। মহামিলনের 'পবিত্র নীড়'। ভগবানের সঙ্গে মিলিত হবার উৎসব। তাঁকে আপন করে পাওয়ার উৎসব। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মহামিলন উৎসব। যুগ যুগ ধরে আসমুদ্র হিমাচলের কোটি কোটি নরনারী সমস্ত প্রতিকূলতা জয়ের জন্য পরম পুরুষোত্তমের নিকট আরাধনা করে চলেছেন। শ্রাবণী পূর্ণিমাতে শ্রীকৃষ্ণ গোকুল বাসীদের হাতে এবং গোকুলবাসীগণ ভগবানের হাতে মঙ্গলসূত্র রাখি বেঁধে দিয়ে পরস্পরের রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাই এই পূর্ণিমার নাম রাখি পূর্ণিমা। বর্তমানে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে রাখি বন্ধন এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণের সীমা অতিক্রম করে পরস্পর পরস্পরের শুভ কামনায় রাখি বন্ধন করে চলেছে অবলীলাক্রমে। সত্যযুগে দেবরাজ ইন্দ্র বহু বছর ধরে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হচ্ছিলেন। তখন দেবগুরু বৃহস্পতির নির্দেশে ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রাণী শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন ইন্দ্রের হাতে রক্ষা কবচ পরিয়ে দেন। ইন্দ্র যুদ্ধে গমন করলেন। অসুরদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হল। অবশেষে অসুররা পরাজিত হল। ত্রেতাযুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বালী বধের পূর্বে সুগ্রীবও রামচন্দ্রের হাতে লতা পাতা দিয়ে রক্ষা কবচ পরিয়ে দিয়েছিলেন (যা কিনা আজকের দিনের রাখির মতো)। দ্বাপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়েছিলেন। কলিতে রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনুধারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও শ্রীধাম বৃন্দাবন ও নবদ্বীপে ঝুলন এবং রাখি উৎসবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক মত প্রচলিত আছে যে, সিকন্দরের পত্নী রৈক্সোনা রাখি পূর্ণিমার দিন রাজা পুরুকে রাখি পাঠিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রাজ পুরু যখন সিকন্দরকে হত্যা করার জন্য তরবারি উদ্যত করেন তখন তাঁর নিজের হাতের রাখির দিকে দৃষ্টি পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে রাজা পুরু তরবারি নামিয়ে নেন এবং সিকন্দরের প্রাণ রক্ষা পায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরস্পরের হাতে রাখি বেঁধে দিয়ে দেশ রক্ষার সঙ্কল্প করেছিলেন। পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা ঝুলন ও রাখি পূর্ণিমা উৎসব প্রসারিত হোক সমাজ জীবনের প্রতি কোনে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হোক শান্তি, সংহতি, দৃঢ় হোক মানব মেল বন্ধন।

তারেককে রাজনীতিতে নিষিদ্ধের দাবি

বিশেষ প্রতিনিধি : তারেক রহমানকে খুনিদের উত্তরাধিকারী আখ্যা দিয়ে তাকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নিষিদ্ধের দাবি উঠেছে এক ইন্দো–বাংলা ওয়েবিনারে। দণ্ডিত বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া ও তাঁর দণ্ডিত ছেলে তারেক রহমানকে স্রেফ সন্ত্রাসবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করে দুই দেশের বিশিষ্টজনরা বলেছেন, তাদের রাজনৈতিক নেতা বললে রাজনীতি কলুষিত হয়। উগ্র জঙ্গিবাদী তালেবান নেতা হাক্কানি বা বারাদারের সঙ্গে তাদের কোনো তফাত নেই। ভয়াল ২১ আগস্ট উপলক্ষে গত শনিবার (২১ আগস্ট) দিনগত রাতে বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্ক কেন্দ্র (সিবিআইআর) আয়োজিত ষড়যন্ত্রের উত্তরাধিকার' শীর্ষক আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারে অংশ নিয়ে বক্তারা এসব কথা বলেন। ওয়েবিনারে নাতিদীর্ঘ আলোচনায় বক্তারা আরও বলেন, ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিকভাবে অভিন্ন বাংলাদেশ ও ভারতের অভিন্ন চ্যালেঞ্জ এই সন্ত্রাসবাদ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দুই দেশকে একসঙ্গেই লড়তে হবে। একাত্তর, পচাত্তর ও একুশে আগস্ট একইসূত্রে গাঁথা উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, নারকীয় এসব হত্যাযজ্ঞ বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। দেশি–বিদেশি গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ এসব হত্যাযজ্ঞের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এক বা একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করা ছিল না। একটি আদর্শকে ধ্বংস করাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ওয়েবিনারে ভারতের বিশিষ্ট নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও দেশটির ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডের (এনএসজি) প্রাক্তন উপ–প্রধান দীপাঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, মানুষের প্রাণ নিয়ে যারা খেলে তারা তো সন্ত্রাসবাদী। যদিও আমার বলা উচিত নয়, তারপরও যা শুনছি তাতে তারেক রহমান বা খালেদা জিয়াকে রাজনৈতিক নেতা আমি বলতে পারবো না। তারা তো সন্ত্রাসবাদী। আমার চোখে তালেবান হাক্কানি আর বারাদারের সঙ্গে তাদের (খালেদা ও তারেক) কোনো তফা নেই।' এই আগস্ট মাসটা শুধু শোকের মাস নয়, এটা প্রতিরোধের মাস। মোল্লা ওমর বলুন, লাদেন বলুন, কিংবা তারেক রহমান বা খালেদা জিয়া বলুন–এরা কতগুলো নাম, এরা কতগুলো মশাল নিয়ে বেরোচ্ছে। সেই মশালটার নাম সন্ত্রাসবাদ–উল্লেখ করেন এ অঞ্চলে জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে কাজ করে আসা প্রাক্তন এই সামরিক কর্তা। ভয়াল একুশে আগস্ট হামলায় আহত স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি পঙ্কজ দেবনাথ এমপি সেদিনের নৃশংস স্মৃতি তুলে ধরে বলেন, জিয়াউর রহমান যেভাবে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের রক্ষা করেছেন, পুরস্কৃত করেছেন তেমনি তার স্ত্রী খালেদা জিয়াও ক্ষমতায় এসে একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলাকারীদের নিরাপদে দেশত্যাগে সহযোগিতা করেছেন। বিচারের পথ রুদ্ধ করে জজ মিয়া নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। তাই তারা অতীতেও ষড়যন্ত্রের নীল নকশা বাস্তবায়ন করেছেন, বর্তমানেও করে যাচ্ছেন।' একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব.) এ কে মোহাম্মদ আলী শিকদার তার বক্তব্যে বলেন, তারেক রহমান ও তার মা খালেদা জিয়া খুনি জিয়াউর রহমানের উত্তরাধিকারী। তাই তাদের হাত বারবার মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়। শেখ হাসিনাকে গ্রেনেড ছুঁড়ে হত্যাচেষ্টা বাংলাদেশকে আরেকটি পাকিস্তান বানানোর পরিকল্পনা দাবি করে সাবেক এই সেনা কর্মকর্তা বলেন, ৭১ এর পরাজিত শক্তি, ৭৫ এ জাতির জনককে সপরিবারে হত্যা এবং শেখ হাসিনাকে হত্যা প্রচেষ্টা একই ষড়যন্ত্রের অংশ। জিয়া ও তার দোসররা ষড়যন্ত্রের যে বীজ বপণ করেছিলেন খালেদা ও তার ছেলেকে তারই উত্তরাধিকার। এদের রাজনীতি থেকে বিতাড়িত না করলে বারবার ২১ আগস্টের মতো ঘটনা ঘটবে।

ভারতের বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল বলেন, ভারতকে শায়েস্তা করতে একটি মহল দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশকে প্রো–পাকিস্তান বানানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাদের প্রধান বাধা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। তাই বারবার শেখ হাসিনার ওপর এই হামলা। ২০০১ থেকে ২০০৬ এর বিএনপি–জামায়াত জোট সরকারের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের চিত্র তুলে ধরে জ্যেষ্ঠ এই সাংবাদিক বলেন, এই সময়টাতে তকালীন সরকার বাংলাদেশকে একটি জঙ্গি রাষ্ট্র গঠনের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। যা ভারত–বাংলাদেশ উভয়ের জন্যই ছিল চরম হুমকির। সাবেক সংসদ সদস্য ও যুব মহিলা লীগ সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপিকা অপু উকিল জিয়াউর রহমানকে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের গুপ্তচর দাবি করে বলেন, জিয়ার স্ত্রী–সন্তান ষড়যন্ত্রকারীদের সেই উত্তরাধিকার। মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে পরবর্তী সময় জিয়া বাংলাদেশকে নিয়ে যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার হিসেবে খালেদা–তারেক তা বাস্তবায়নের হাল ধরেন। সম্প্রীতি বাংলাদেশের সদস্য সচিব অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল তার বক্তব্যে ষড়যন্ত্রকারীদের রুখতে নতুন প্রজন্মকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের আহ্বান জানান। ভারতের ইনস্টিটিউট অব সোশাল অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজের পরিচালক অরিন্দম মুখার্জি তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের বাইরে বসে কিছু মানুষ বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্ক নিয়ে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে। তারা চিহ্নিত স্বাধীনতা বিরোধীদের উত্তরাধিকার। এ ভার্চুয়াল ষড়যন্ত্রকারীদের রুখতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সিবিআইআর পরিচালক ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শাহিদুল হাসান খোকনের সঞ্চালনায় ওয়েবিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সিবিআইআরের গবেষণা বিভাগের প্রধান আশরাফুল ইসলাম। সাংবাদিক জয়ন্ত আচার্য ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com